দীধিতি, মাথুরী এবং *জাগদীশী* টীকাত্রয়ের আলোকে নব্যন্যায়সম্মত ব্যাপ্তিসমীক্ষা

(*Dīdhiti*, *Māthurī* ebaṃ *Jāgadīśī* Ṭīkātrayera āloke Navyanyāyasammata Vyāptisamīkṣā)

পি-এইচ্.ডি. উপাধির জন্য উপস্থাপিত গবেষণা

প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

গবেষকঃ

নীলাদ্রি ঘড়া

নিবন্ধন সংখ্যা – A00SA1100617

তত্ত্বাবধায়কঃ

অধ্যাপক ড. তপনশঙ্কর ভট্টাচার্য্য

সংস্কৃত বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা

২০২৪

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
ভূমিকা	১-৩
১. প্রথম অধ্যায় : অনুমিতিজ্ঞানে ব্যাপ্তির উপযোগিতা	**৪-১০**
১.০ প্রত্যক্ষের পর অনুমাননিরূপণে সঙ্গতি	৪
১.১ অনুমিতি শব্দের অর্থ	৫
১.২ অনুমিতির লক্ষণ	৫
১.২.০ পক্ষতা	৫
১.২.১ পরামর্শ	৬
১.৩ অনুমিতির করণ	৬
১.৩.০ প্রাচীনমত	৬
১.৩.১ নব্যমত	৭
১.৪ অনুমিতিতে জ্ঞায়মান লিঙ্গ করণ নয়	৮
১.৪.০ লিঙ্গ	৮
১.৪.১ লিঙ্গপরামর্শ	৮
২. দ্বিতীয় অধ্যায় : ব্যাপ্তিবিষয়ে প্রাচীনন্যায়ের অভিমত	**১১-১৪**
২.০ অনৌপাধিক বা স্বাভাবিক সম্বন্ধ ব্যাপ্তি	১১
২.১ উপাধি	১১
২.১ উপাধির ভেদ	১২
২.২ উপাধি ব্যাপ্তিজ্ঞানের প্রতিবন্ধক	১৩
৩. তৃতীয় অধ্যায় : ব্যাপ্তিবিষয়ে চিন্তামণিকারের চিন্তন	**১৫-১৯**
৩.০ গঙ্গেশোপাধ্যায়ের আবির্ভাবকাল	১৫
৩.১ *তত্ত্বচিন্তামণি* গ্রন্থের পরিচয়	১৫
৩.২ *তত্ত্বচিন্তামণি* গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য	১৫
৩.৩ ব্যাপ্তিবিষয়ে চিন্তন	১৬
৩.৩.০ ব্যাপ্তিপঞ্চক	১৬
৩.৩.১ সিংহ-ব্যাঘ্রোক্তব্যাপ্তিলক্ষণ	১৭
৩.৩.২ ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকাভাব	১৮
৩.৩.৩ সিদ্ধান্তলক্ষণ	১৯
৪. চতুর্থ অধ্যায় : চিন্তামণিগ্রন্থের টীকা ও টীকাকার	**২০-২৬**
৪.০ দীধিতি	২০
৪.১ রঘুনাথ শিরোমণি	২০
৪.৭ মাথুরী	২২
৪.৮ মথুরানাথ তর্কবাগীশ	২২

৪.১০ জাগদীশী ২৪
৪.১১ জগদীশ তর্কালংকার ২৪
৫. পঞ্চম অধ্যায় : *দীধিতি, মাথুরী* ও *জাগদীশী* অবলম্বনে ব্যাপ্তির স্বরূপ ২৭-৩২
৫.০ *দীধিতি, মাথুরী* ও *জাগদীশী* অবলম্বনে পূর্বপক্ষীয় ব্যাপ্তির স্বরূপ ২৭
৫.১ *দীধিতি, মাথুরী* ও *জাগদীশী* অবলম্বনে সিদ্ধান্তব্যাপ্তির স্বরূপ ৩০
৬. ষষ্ঠ অধ্যায় : টীকাত্রয়ের আলোকে ব্যাপ্তিবিচার ৩৩-৩৬
৬.০ টীকাত্রয়ের ভিত্তিতে সৎ ও অসৎ হেতু স্থূল নিরূপণ ৩৩
৬.১ টীকাত্রয়ের মতভেদ ৩৩
৬.২ টীকাত্রয়ের আলোকে সিদ্ধান্তলক্ষণের মতভেদ ও স্বমতস্থাপন ৩৩
উপসংহার ৩৭-৩৮
Bibliography ৩৯-৪২

দীধিতি, মাথুরী এবং *জাগদীশী* টীকাত্রয়ের আলোকে নব্যন্যায়সম্মত ব্যাপ্তিসমীক্ষা

ভূমিকা

প্রদীপঃ সর্ববিদ্যানামুপায়ঃ সর্বকর্মণাম্।
আশ্রয়ঃ সর্বধর্মাণাং বিদ্যোদ্দেশে প্রকীর্ত্তিতা।।[১]

ছয়প্রকার আস্তিক দর্শনের মধ্যে মহত্ত্বমণ্ডিত গৌরবান্বিত দর্শন হল ন্যায়দর্শন। সকল বিদ্যার প্রদীপস্বরূপ, সকল কর্মের উপায়স্বরূপ এবং সকল ধর্মের আশ্রয়স্বরূপ এই ন্যায়দর্শন সুপ্রাচীন কাল থেকেই বিদ্বৎ জনমানসে গভীর প্রভাব বিস্তার করে এসেছে। ন্যায়দর্শনের দুটি শাখা – প্রাচীনন্যায় এবং নব্যন্যায়। প্রাচীনন্যায়ের প্রণেতা মহর্ষি গৌতম এবং আচার্য গঙ্গেশোপাধ্যায় নব্যন্যায়ের প্রণেতা। মহর্ষি গৌতম *ন্যায়সূত্র* নামক গ্রন্থ এবং আচার্য গঙ্গেশোপাধ্যায় *তত্ত্বচিন্তামণি* গ্রন্থ রচনা করেছেন। *ন্যায়সূত্রে* প্রমাণ, প্রমেয় প্রভৃতি তত্ত্ব আলোচিত হয়েছে।[২] আবার প্রমাণতত্ত্ব নিয়ে *তত্ত্বচিন্তামণি* গ্রন্থ রচিত। গৌতমের ন্যায়দর্শন দুটি ধারায় বিভক্ত – একটি প্রমাণ প্রধান এবং অন্যটি প্রমেয় প্রধান। যেখানে প্রমাণ পদার্থ প্রধানভাবে প্রতিপাদিত হয়েছে তাকে বলে প্রমাণপ্রধান। আর যেখানে প্রমেয় পদার্থ প্রধানভাবে প্রতিপাদিত হয়েছে তাকে প্রমেয়প্রধান বলে। প্রমেয়প্রধান গ্রন্থ হল প্রাচীনন্যায় এবং প্রমাণপ্রধান গ্রন্থ হল নব্যন্যায়। *ন্যায়সূত্রের* ৫২৮টি সূত্রের মধ্যে কেবল ৭০টি সূত্রের দ্বারা প্রমাণের প্রতিপাদন করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৪৫৮টি সূত্রের দ্বারা আত্মা প্রভৃতি দ্বাদশ প্রমেয় এবং তার অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য পদার্থগুলি আলোচিত হয়েছে। গঙ্গেশোপাধ্যায় *তত্ত্বচিন্তামণি* গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে প্রমাণ পদার্থের প্রতিপাদন করেছেন। মহর্ষি বলেছেন – *প্রত্যক্ষানুমানোপমানশব্দাঃ প্রমাণানি*।[৩] পরবর্তীকালে মণিগ্রন্থকে অবলম্বন করে যে সকল গ্রন্থ রচিত হয়েছে সেগুলোও প্রমাণপ্রধান হওয়ায় নব্যন্যায় নামে অভিহিত। প্রাচীনন্যায় ও নব্যন্যায় এই দুটি দর্শনের ভেদ মূলত এদের ভাষা ও শৈলীর উপর নির্ভর করে করা হয়েছে। প্রাচীনন্যায়ের রচনার ভাষা সরল। তুলনামূলকভাবে নব্যন্যায়ের ভাষা অত্যন্ত জটিল। প্রাচীনন্যায়ের বিষয়ের প্রতিপাদন অত্যন্ত স্থূল। এর বিচার পদ্ধতি কেবল বাহ্যবিষয় অবলম্বন করে রচিত, কিন্তু নব্যন্যায়ে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে বিষয়ের প্রতিপাদন করা হয়েছে। বিচারের দ্বারা এখানে প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করে নিজমতকে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। মিথিলাকে প্রাচীনন্যায়ের ও নবদ্বীপকে নব্যন্যায়ের পীঠস্থান বলা হয়। মিথিলা নব্যন্যায়ের জন্মভূমি এবং নবদ্বীপ লীলাভূমি। নাস্তিকগণকে বেদের প্রামাণ্য বোঝানোর জন্য মীমাংসকগণ বেদকে অপৌরুষেয়, শব্দ নিত্য বলে বোঝাতে প্রবৃত্ত হলে নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকগণ বেদকে পৌরুষেয়, শব্দ অনিত্য বলে মীমাংসকের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে প্রস্তুত হন। তখন মীমাংসকশিরোমণি প্রভাকর মিশ্র পদার্থতত্ত্বখণ্ডনে প্রবৃত্ত হয়ে গৃহবিবাদে ব্যাপৃত হলে নৈয়ায়িকগণ পদার্থতত্ত্বস্থাপনপূর্বক মীমাংসকের প্রতিদ্বন্দ্বিতাচরণ করেন, এর ফলেই নব্যন্যায়ের উৎপত্তি হয় – এরকম দার্শনিকদের মত।

জ্ঞান দুই প্রকার – প্রমা ও অপ্রমা। জ্ঞান যখন যথার্থ হয় তখন প্রমা[৪] এবং যখন অযথার্থ হয় তখন অপ্রমা। যে পদ্ধতির সাহায্যে যথার্থ জ্ঞানলাভ করা যায় তাকে প্রমাণ বলে। প্রমার করণ হল প্রমাণ।

ন্যায়দর্শনমতে প্রমা চার প্রকার – প্রত্যক্ষ, অনুমিতি, উপমিতি ও শাব্দ। প্রমার করণও চতুর্বিধ – প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ। এই চার প্রকার প্রমাণের মধ্যে প্রত্যক্ষানন্তর অনুমান অন্যতম। চার্বাক দর্শন ছাড়া প্রায় সমস্ত দর্শন সম্প্রদায় অনুমানকে প্রমাণরূপে স্বীকার করেছেন। অনুমান প্রমাণ ব্যাপ্তিজ্ঞাননির্ভর। গবেষণার বিষয়রূপে যা নির্দিষ্ট করেছি তা হল – *দীধিতি, মাথুরী* এবং *জাগদীশী* টীকাত্রয়ের আলোকে নব্যন্যায়সম্মত ব্যাপ্তিসমীক্ষা। এই তিনটি টীকা নব্যন্যায়দর্শনের অতিপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ। যথাক্রমে তিনটি টীকার রচয়িতা হলেন রঘুনাথ শিরোমণি, মথুরানাথ তর্কবাগীশ এবং জগদীশ তর্কালংকার। রঘুনাথ শিরোমণি *তত্ত্বচিন্তামণির* উপর *দীধিতি* টীকা, মথুরানাথ তর্কবাগীশ *তত্ত্বচিন্তামণির* উপর *মাথুরী* টীকা এবং জগদীশ তর্কালংকার *দীধিতি* টীকার উপর *জাগদীশী* টীকা রচনা করেছেন। *তত্ত্বচিন্তামণি*গ্রন্থের উপর অনেক টীকা রচিত হলেও গবেষণার বিষয় হিসাবে উপরিউক্ত তিনজন টীকাকারকে নিয়েছি। গবেষণাসন্দর্ভটিকে ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত করেছি।

আমার গবেষণার মূল বিষয় হল ব্যাপ্তি। ব্যাপ্য ও ব্যাপকের সম্বন্ধবিশেষ হল ব্যাপ্তি। যা অধিকদেশে থাকে না কিন্তু সমানাধিকরণ তা ব্যাপ্য। অনুরূপভাবে যা অল্পদেশবৃত্তি নয়, কিন্তু সমানাধিকরণ তা ব্যাপক। অবিনাভাব, নিয়ম, স্বাভাবিকসম্বন্ধ, প্রতিবন্ধ, অব্যভিচার, অব্যভিচরিতত্ব এগুলো ব্যাপ্তির নামান্তর। হেতুর সঙ্গে সাধ্যের নিয়ত অব্যভিচারী সম্বন্ধ হল ব্যাপ্তি। এই নিয়ত অব্যভিচারী সম্বন্ধ সম্পর্কে যে জ্ঞান তাকে ব্যাপ্তিজ্ঞান বলে। ব্যাপ্তির লক্ষণবিষয়ে দার্শনিকগণের মধ্যে প্রচুর মতভেদ আছে। মহর্ষি গৌতম এবং ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন ব্যাপ্তির কোনো লক্ষণ দেননি। *তত্ত্বচিন্তামণি*কার পূর্বপক্ষরূপে অব্যভিচরিতত্বরূপ ব্যাপ্তির পাঁচটি লক্ষণ, সিংহোক্ত ব্যাঘ্রোক্ত ব্যাপ্তির লক্ষণ, তারপর ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকাভাব ব্যাপ্তি এবং পরিশেষে ব্যাপ্তির সিদ্ধান্তলক্ষণ উদ্ধৃত করেছেন। ব্যাপ্তিজ্ঞান হলে অনুমিতি হয়, সেই অনুমিতি বা প্রমিতির প্রতি কারণ ব্যাপ্তিজ্ঞান, পক্ষধর্মতাজ্ঞান এবং লিঙ্গপরামর্শজ্ঞান।

ব্যাপ্তিজ্ঞানের বিষয়ভূত ব্যাপ্তিসম্বন্ধে সিদ্ধান্তলক্ষণে যা আলোচিত হয়েছে সেই আলোচনার উপর রঘুনাথ শিরোমণি, মথুরানাথ তর্কবাগীশ এবং জগদীশ তর্কালংকার প্রমুখ টীকাকারগণ তাদের স্বরচিত টীকায় পরমতখণ্ডনপূর্বক নিজস্ব মতামত বিচার ও বিশ্লেষণ করেছেন। তাদের এই বিচারপদ্ধতি বর্তমানে নব্যনৈয়ায়িকদের কাছে এক বিস্ময়স্বরূপ। *তত্ত্বচিন্তামণি*কার ব্যাপ্তির পূর্বপক্ষরূপ লক্ষণ বলেই কোনো লক্ষণই যে ব্যাপ্তির যথার্থ লক্ষণ নয় তা তিনি নিজেই নিরূপণ করেছেন। পরে তিনি আবার ব্যাপ্তির সিদ্ধান্তলক্ষণ দিয়েছেন। *দীধিতি, মাথুরী* এবং *জাগদীশী* এই তিনটি টীকাতে সিদ্ধান্তব্যাপ্তিসম্বন্ধে যা উল্লিখিত হয়েছে সেই আলোচনার তুলনাত্মক অধ্যয়ন এই গবেষণাসন্দর্ভে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

আমাদের ব্যবহারিক জীবনেও ব্যাপ্তিজ্ঞানের অত্যন্ত উপযোগিতা রয়েছে। ন্যায়দর্শনের অনুমানপ্রমাণের আলোচনা অত্যন্ত সমৃদ্ধ। আমার গবেষণার যে বিষয় স্থির করেছি তা অত্যন্ত কঠিন বলে তার চর্চা করা প্রয়োজন। তাই এরকম বিষয় নির্বাচন করেছি। ব্যাপ্তিবিষয়ক বহু আলোচনা এর আগে হয়েছে। কিন্তু আমার যে আলোচনা তা তিনটি টীকাকে ভিত্তি করে। টীকাত্রয়ের ভিত্তিতে তুলনামূলক আলোচনা এর আগে হয়নি বলে

এরকম একটা বিষয় নিয়ে গবেষণা কার্যে অগ্রসর হয়েছি। এছাড়াও যে বঙ্গপ্রদেশ নব্যন্যায়চর্চার পীঠস্থান রূপে পরিচিত সেখানে নব্যন্যায়চর্চার ধারাবাহিকতা বজায় রাখাও আমার উদ্দেশ্য।

উল্লেখপঞ্জি

১. *ন্যায়দর্শন*, পৃষ্ঠা – ৬০।

২. প্রমাণপ্রমেয়সংশয়প্রয়োজনদৃষ্টান্তসিদ্ধান্তাবয়বতর্কনির্ণয়বাদজল্পবিতণ্ডাহেত্বাভাসচ্ছলজাতিনিগ্রহস্থানানাং তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ। – *ন্যায়সূত্র* (১/১/১)।

৩. *তদেব*, (১/১/৩)।

৪. যথার্থানুভবঃ প্রমা। - *তর্কভাষা*, পৃষ্ঠা – ৬।

প্রথম অধ্যায়

অনুমিতিজ্ঞানে ব্যাপ্তির উপযোগিতা

নৈয়ায়িক স্বীকৃত প্রত্যক্ষ, অনুমিতি, উপমিতি ও শাব্দ এই চার প্রকার প্রমার করণ চতুর্বিধ – প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ। প্রশ্ন হয় প্রত্যক্ষের পর অনুমান নিরূপণ করা হয়েছে কেন? কি প্রয়োজন? উপমান বা শব্দেরই বা কেন করা হল না? প্রত্যক্ষপ্রমাণ সমস্ত দার্শনিকগণ স্বীকার করেন। অনুমান প্রমাণ চার্বাকদর্শন ছাড়া সমস্ত দার্শনিকেরা স্বীকার করেন। কিন্তু উপমান প্রমাণ সব দার্শনিক স্বীকার করেন না। প্রমাণের সংখ্যা নিয়ে অনেক মতভেদ আছে ভারতীয়দর্শনে।[১]

১.০ প্রত্যক্ষের পর অনুমাননিরূপণে সঙ্গতি : প্রত্যক্ষের পর অনুমান নিরূপণে দুটি যুক্তি প্রবল – **প্রথমত**, বহুবাদিসম্মতত্ব থাকায় প্রত্যক্ষনিরূপণের পর অনুমানের আলোচনা করা হয়েছে। **দ্বিতীয়ত**, কার্যকারণভাব। প্রত্যক্ষ এবং অনুমানের মধ্যে কার্যকারণভাব আছে। উপমানেও কার্যকারণভাব এসে যাবে। কিন্তু কার্যকারণভাবের সাক্ষাৎ প্রসক্তি অনুমানে আছে বহুবাদিসম্মতত্ব হেতু। কারণ যতক্ষণ না প্রত্যক্ষরূপে ধূমদর্শন হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত বহ্ন্যনুমিতিতে প্রসক্তি হবে না। বহ্ন্যনুমিতিতে প্রসক্তি হতে গেলে ধূমদর্শন ও ধূমে ব্যাপ্তির প্রত্যক্ষপূর্বক গ্রহণ হওয়া চাই। যতক্ষণ না পাকশালা প্রভৃতিতে ব্যাপ্তিগ্রহণ হয় ততক্ষণ পর্বতদেশাবচ্ছেদে ধূমদর্শন হওয়ার পরও বহ্ন্যনুমিতিতে প্রবৃত্তি হবে না। এজন্য প্রথমে ব্যাপ্তিপ্রত্যক্ষ হওয়া প্রয়োজন। প্রত্যক্ষ না হলে অনুমিতি হবে না। এজন্য কারণতা আছে প্রত্যক্ষে, কার্যতা অনুমিতিতে আছে। এজন্য উপজীব্য-উপজীবকভাব সঙ্গতিতে প্রত্যক্ষ নিরূপণের পর অনুমানের নিরূপণ করা হয়েছে। উপজীবত্ব কারণত্ব, উপজীবকত্ব কার্যত্ব। কার্য-কারণ এরকম বলা হয়েছে কারণ লঘুবিশিষ্ট শব্দ আমরা সাধারণত আগে উচ্চারণ করি। 'কার্য' কম অক্ষর বিশিষ্ট শব্দ, 'কারণ' বেশি অক্ষর বিশিষ্ট শব্দ। কার্যকারণভাবসঙ্গতিতে প্রত্যক্ষ নিরূপণের পর অনুমিতি নিরূপণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে প্রমাণ হল – *অথ তৎপূর্বকং ত্রিবিধমনুমানং পূর্ববচ্ছেষবৎ সামান্যতো দৃষ্টঞ্চ*।[২] তৎপূর্বকম্ অর্থাৎ প্রত্যক্ষপূর্বকম্। এখানে যে সঙ্গতি আছে তা হল উপজীব্য-উপজীবকভাব সঙ্গতি। প্রশ্ন হল সঙ্গতি কি? সঙ্গতির সামান্য লক্ষণ হল – অনন্তরাভিধানপ্রযোজকজিজ্ঞাসাজনকজ্ঞানবিষয়স্মরণানুকূলসম্বন্ধত্বং সঙ্গতিঃ। সঙ্গতি ছয় প্রকার। যথা – প্রসঙ্গ, উপোদ্ঘাত, হেতুতা, অবসর, নির্বাহকৈক্য ও কার্যৈক্য বা এককার্যত্ব।[৩] এই ছয় প্রকার সঙ্গতির মধ্যে তো উপজীব্য-উপজীবকভাবসঙ্গতি নেই। কিন্তু হেতুতাসঙ্গতি আছে। হেতুতা অর্থাৎ কারণতা। কারণতা থাকলে কার্যতা থাকবে। বিনা কারণে কার্য হয় না। এজন্য অজহৎস্বার্থা লক্ষণা স্বীকার করতে হবে। হেতুতাতে অজহৎস্বার্থা লক্ষণা স্বীকার করে কার্যকারণভাবেই লক্ষণা স্বীকার করব। অজহৎস্বার্থা লক্ষণা স্বীকার করলে যেমন কারণতা বোঝায় তেমনি কার্যকেও বোঝায়। তাই হেতুতা পদে কার্যকারণভাব বুঝতে হবে। এই কার্যকারণভাব হল উপজীব্য-উপজীবকভাব। এই কার্যকারণভাবসঙ্গতির দ্বারা প্রত্যক্ষের পর অনুমান নিরূপণ করা হয়েছে।

১.১ অনুমিতি শব্দের অর্থ : অনু = পশ্চাৎ, মিতি = জ্ঞান। অনুমীয়তে অনেন ইতি অনুমানম্। অনু – মা + ল্যুট্ (ভাবে)। তখন অনুমান শব্দের অর্থ অনুমিতি। আর যখন করণবাচ্যে অনু – মা + ল্যুট্ করব তখন অর্থ হবে অনুমিতির সাধন। অনুমিতির করণকে অনুমান বলে। এখন প্রশ্ন হয় অনুমিতি কি?

১.২ অনুমিতির লক্ষণ : মণিকারমতে *ব্যাপ্তিবিশিষ্টপক্ষধর্মতাজ্ঞানজন্যং জ্ঞানমনুমিতিঃ*।[৪] ব্যাপ্তিবিশিষ্টপক্ষধর্মতাজ্ঞান হল পরামর্শ। *পরামর্শে সতি জ্ঞানত্বম্* - এরকম লক্ষণ করলে সংশয়োত্তর প্রত্যক্ষে অতিব্যাপ্তি হবে। প্রত্যক্ষে অনুমিতিলক্ষণের আপত্তি হবে। তাহলে তার পরিহার কিভাবে সম্ভব? কারণ প্রত্যক্ষেও পরামর্শজন্যত্ব বিদ্যমান। এজন্য পরামর্শজন্যত্ব প্রত্যক্ষে চলে গেল। তাই প্রত্যক্ষে অতিব্যাপ্তি হল। প্রত্যক্ষের পর 'সাক্ষাৎকরোমি' এরকম অনুব্যবসায় হয়। অনুমিতির পর 'অনুমিনোমি' এরকম অনুব্যবসায় হয়। উপমিতির পর 'উপমিনোমি' এরকম অনুব্যবসায় হয়। শাব্দবোধের পর 'শাব্দয়ামি' এরকম অনুব্যবসায় হয়। অনুব্যবসায়ের বৈচিত্র্যের কারণে ব্যবসায় পৃথক্ পৃথক্ স্বীকার করতেই হবে। *দীপিকা*কার পক্ষতাসহকৃতপরামর্শ বলেছেন। পক্ষতাসহকৃত যে পরামর্শজ্ঞান, তাদৃশ পরামর্শজন্য জ্ঞানকে অনুমিতি বলে। *পক্ষঃ সাধ্যবান্* এরকম অনুমিতির আকার হবে। পক্ষতাবিশিষ্ট হতে হবে পরামর্শকে। *পর্বতো বহ্নিমান্ ধূমাত্* - স্থলে প্রথমক্ষণে লিঙ্গদর্শন অর্থাৎ ধূমদর্শন, দ্বিতীয়ক্ষণে ব্যাপ্তিস্মরণ, তৃতীয়ক্ষণে পরামর্শ এবং চতুর্থক্ষণে অনুমিতি – এরূপ নৈয়ায়িকদের স্থিতি। *বহ্নিব্যাপ্যধূমবান্ পর্বতঃ* – এরূপ পরামর্শকালে যদি সিদ্ধি (সাধ্যবত্তানিশ্চয়) হয়, তাহলে 'পর্বতো বহ্নিমান্' এরূপ প্রত্যক্ষ হয়। প্রত্যক্ষ হয়ে গেলে তো আর অনুমিতি হতে পারবে না। এজন্য অনুমিতি সিদ্ধ করতে গেলে সিষাধয়িষাকে পক্ষতারূপে স্বীকার করতে হবে।

১.২.০ পক্ষতা : *সিষাধয়িষাবিরহবিশিষ্টসিদ্ধ্যভাবঃ পক্ষতা*।[৫] যদি সিদ্ধ্যাত্মক পরামর্শ অর্থাৎ 'বহ্নিব্যাপ্যধূমবান্ পর্বতো বহ্নিমান্' এরকম পরামর্শ হয় তাহলে কখনো অনুমিতি হতে পারবে না। সেই সময় অনুমিতি সম্পাদন করতে হলে 'সিষাধয়িষা' পদ দিতেই হবে। সিষাধয়িষা হল সাধয়িতুম্ ইচ্ছা। সিদ্ধি বিশেষ্য, সিষাধয়িষাবিরহ বিশেষণ। সিদ্ধি প্রতিবন্ধক। প্রতিবন্ধকাভাবকে কারণ বলা হয়। কারণীভূতাভাবপ্রতিযোগিত্বং প্রতিবন্ধকত্বম্। আর প্রতিবন্ধকসমানকালীনত্বম্ উত্তেজকত্বম্। যেমন আমরা জানি অগ্নিকে দাহকার্যের প্রতি কারণ বলা হয়। কিন্তু চন্দ্রকান্তমণি উপস্থিত থাকলে দাহকার্য হয় না। এজন্য চন্দ্রকান্তমণিকে প্রতিবন্ধক বলা হয়। আবার সেই সময় যদি সূর্যকান্তমণি রাখা হয় তাহলে অগ্নি তার দাহকার্য করতে পারবে। তাই সূর্যকান্তমণি উত্তেজক। সূর্যকান্তমণির অভাব বিশিষ্ট চন্দ্রকান্তমণিকে প্রতিবন্ধক স্বীকার করছি। এখানে তিন প্রকার অভাব কল্পনা করা হয়েছে – ১) বিশেষণাভাবপ্রযুক্ত বিশিষ্টাভাব ২) বিশেষ্যাভাবপ্রযুক্ত বিশিষ্টাভাব ৩) উভয়াভাবপ্রযুক্ত বিশিষ্টাভাব। সিষাধয়িষা আছে, কিন্তু বিশেষণ (সিষাধয়িষাবিরহ) নেই। এটা হল বিশেষণাভাবপ্রযুক্ত বিশিষ্টাভাব। যেখানে সিষাধয়িষা নেই এবং সিদ্ধিও নেই সেখানে হবে বিশেষ্যাভাবপ্রযুক্ত বিশিষ্টাভাব। সিষাধয়িষা নেই মানে সিষাধয়িষাবিরহ (বিশেষণ) বিদ্যমান, সিদ্ধি (বিশেষ্য) নেই মানে সিদ্ধ্যভাব বিদ্যমান। এটা হল বিশেষ্যাভাবপ্রযুক্ত বিশিষ্টাভাব। যেখানে সিষাধয়িষা আছে সিদ্ধি নেই, সেখানে উভয়াভাবপ্রযুক্ত বিশিষ্টাভাব। যেমন – সূর্যকান্তমণি বিদ্যমান চন্দ্রকান্তমণি নেই দাহ হবে। সিষাধয়িষাবিরহ (বিশেষণ) নেই, সিদ্ধি (বিশেষ্য) নেই তাই এটা উভয়াভাবপ্রযুক্ত বিশিষ্টাভাব। এরকম বিশিষ্টাভাব স্বীকার করে সিষাধয়িষাবিরহপ্রযুক্ত যে পরামর্শ হবে তাকেই আমরা অনুমিতির

প্রতি কারণ স্বীকার করব। এরূপ পরামর্শের পর 'পুরুষজ্ঞানং মে জায়তাম্' এরকম ইচ্ছা না থাকলেও 'অয়ং পুরুষঃ' এরকম প্রত্যক্ষ হয়। এজন্য সিষাধয়িষাবিরহবিশিষ্ট যে পক্ষতা, তাদৃশ পক্ষতাসহকৃত পরামর্শজন্য যে জ্ঞান তাই অনুমিতি হবে। প্রত্যক্ষে পক্ষতার কোনো ভূমিকা নেই। তাহলে অনুমিতির লক্ষণ হল – সিষাধয়িষাবিরহসহকৃত-সিদ্ধ্যভাববিশিষ্টপরামর্শজন্যত্বে সতি জ্ঞানত্বম্ অনুমিতিত্বম্।

১.২.১ পরামর্শ : উপরিউক্ত লক্ষণের ঘটক পরামর্শের স্বরূপ কি হবে? এ বিষয়ে অন্নংভট্ট বলেছেন – *ব্যাপ্তিবিশিষ্টপক্ষধর্মতাজ্ঞানং পরামর্শঃ*।[৬] যে হেতুতে ব্যাপ্তিবিশিষ্ট ও পক্ষধর্মতা আছে সেরকম হেতুবিষয়ক যে জ্ঞান তাকেই পরামর্শ বলে। পরামর্শের আকার হল *সাধ্যব্যাপ্যহেতুমান্ পক্ষঃ*। হেতুতে ব্যাপ্তি ও পক্ষধর্মতা সামানাধিকরণ্য সম্বন্ধে অর্থাৎ স্বরূপ সম্বন্ধে থাকে। ব্যাপ্তি ও পক্ষধর্মতাজ্ঞান বিষয়ে বিষয়তা সম্বন্ধে থাকে। ব্যাপ্তিবিশিষ্ট পক্ষধর্মতাবিষয়কজ্ঞানকে পরামর্শ বলে। পরামর্শ একপ্রকার বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহি জ্ঞান। কারণ বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহিজ্ঞানের প্রতি বিশেষণতাবচ্ছেদকপ্রকারকজ্ঞানকে কারণ স্বীকার করা হয়। যেমন – দণ্ডী বললে দণ্ডবান্ পুরুষ এরকম জ্ঞান হয়। *রক্তদণ্ডবান্ পুরুষঃ* – এখানে পুরুষ বিশেষ্য, বিশেষণ দণ্ড, দণ্ডের বিশেষণ রক্ত। রক্তত্বেন রক্তত্বপ্রকারক যতক্ষণ না উপস্থিত হয় ততক্ষণ পর্যন্ত রক্তবিশিষ্ট দণ্ড, পুনঃ দণ্ডকবৈশিষ্ট্য পুরুষ ভাসিত হয় না। এজন্য বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহি বুদ্ধির প্রতি বিশেষণতাবচ্ছেদকপ্রকারকজ্ঞান কারণ হয়।

১.৩ অনুমিতির করণ : এখন প্রশ্ন হয় অনুমিতির করণ কে হবে? এই নিয়ে প্রাচীন ও নব্য নৈয়ায়িকদের মধ্যে মতবিরোধ আছে। নব্যনৈয়ায়িকদের মতে পরামর্শকে ব্যাপার বলে গ্রহণ করে *ব্যাপারবত্ কারণং করণম্* এই লক্ষণানুসারে ব্যাপ্তিজ্ঞানই (ব্যাপ্তিধী) করণ। *ভাষাপরিচ্ছেদে* বলা হয়েছে –

ব্যাপারস্তু পরামর্শঃ করণং ব্যাপ্তিধীর্ভবেত্।[৭]

কিন্তু উদ্দ্যোতকর প্রভৃতি প্রাচীন নৈয়ায়িকদের মতে *ফলাযোগব্যবচ্ছিন্নং কারণং করণম্* এই লক্ষণানুসারে পরামর্শ হল অনুমিতির করণ। আর উদয়নাচার্যের মতে ব্যাপ্যরূপে জ্ঞায়মান লিঙ্গ বা হেতু হল অনুমিতির করণ।

১.৩.০ প্রাচীনমত : অনুমিতির করণকে জানতে হলে প্রথমে করণকে জানতে হবে। আবার করণকে জানতে হলে কারণকে জানতে হবে, কেননা কার্যের নিয়তপূর্ববর্ত্তী কিন্তু অন্যথাসিদ্ধ নয় এরকম যে সব কারণ আছে সেইসব কারণসমূহের মধ্যে যা অসাধারণ কারণ তাই সেই কার্যের প্রতি করণ। কারণের অসাধারণত্ব কি? উদ্দ্যোতকরের মতে যা ফলাযোগব্যবচ্ছিন্ন তাই অসাধারণ কারণ, সেটাই করণ। ফল অর্থাৎ কার্যের সঙ্গে যার অযোগব্যবচ্ছেদ (যোগের বিচ্ছেদ নেই), যা থাকলে ফল অবশ্যই থাকবে, সেই বস্তুই ফলাযোগব্যবচ্ছিন্ন, সেই বস্তুই কার্যের প্রতি করণ। অর্থাৎ যে কারণের অব্যবহিতোত্তর ফল বা কার্য উৎপন্ন হয়, সেই কারণটি হল করণ। যেমন – *পর্বতো বহ্নিমান্* এই অনুমিত্যাত্মক জ্ঞান কার্যের প্রতি চরমকারণরূপ করণ হল পরামর্শজ্ঞান। কোনো ব্যক্তি পর্বতের পাদদেশে চলতে চলতে হঠাৎ পর্বতে ধূম দর্শন করল এবং স্মরণ করল – যেখানে ধূম

সেখানে বহ্নি। অর্থাৎ *বহ্নিব্যাপ্যঃ ধূমঃ* – এরকম পূর্বানুভূত ব্যাপ্তির স্মরণ হল। ব্যাপ্তিস্মরণের পর 'বহ্নিব্যাপ্যধূমবান্ পর্বতঃ' অর্থাৎ বহ্নির সঙ্গে ব্যাপ্তিসম্বন্ধযুক্ত ধূম এই পর্বতে আছে – এরূপ পরামর্শাত্মক জ্ঞান উৎপন্ন হয়। তারপর কোনো প্রতিবন্ধক না থাকলে পরামর্শজ্ঞানের অব্যবহিত পর 'পর্বতো বহ্নিমান্' এরূপ অনুমিত্যাত্মক জ্ঞান উৎপন্ন হবে। *তর্কসংগ্রহ*কার অন্নংভট্ট এই প্রাচীনমত অবলম্বন করে অনুমিতির লক্ষণ করেছেন – *পরামর্শজন্যং জ্ঞানমনুমিতিঃ*।[৮] এই মতে পরামর্শ অনুমিতির করণ।

১.৩.১ নব্যমত : *তত্ত্বচিন্তামণি*কার গঙ্গেশ উপাধ্যায় প্রমুখ নব্যনৈয়ায়িকেরা করণের ভিন্ন সংজ্ঞা দেন। তাদের মতে অনুমিতির প্রতি ব্যাপ্তিজ্ঞান করণ। করণের লক্ষণ হল – *ব্যাপারবত্ কারণং করণম্*। অর্থাৎ কারণসমূহের মধ্যে যেটা ব্যাপারবিশিষ্ট তাই হল অসাধারণ কারণ। ব্যাপারের লক্ষণ হল – *তজ্জন্যত্বে সতি তজ্জন্যজনকো হি ব্যাপারঃ*। অর্থাৎ যা তজ্জন্য এবং তজ্জন্যের জনক তাই ব্যাপার। যা করণজন্য এবং করণজন্য কার্যের জনক তাই ব্যাপার। আরো পরিষ্কার বললে করণ যার মাধ্যমে কার্যের জনক হয়, তাই হল সেই করণের ব্যাপার, আর কোনো কার্যের কারণসমূহের মধ্যে যা ব্যাপারবৎ বা ব্যাপারবিশিষ্ট তাই হল করণ। যেমন – কুঠার দ্বারা বৃক্ষচ্ছেদন স্থলে বৃক্ষচ্ছেদনরূপ কার্যের প্রতি কুঠার হল করণ। কারণ, কুঠারটি কুঠারবৃক্ষসংযোগরূপ ব্যাপারের দ্বারা বৃক্ষচ্ছেদন কার্যটিকে উৎপন্ন করছে। এখানে কুঠারবৃক্ষসংযোগ হল ব্যাপার, কেননা তা কুঠাররূপকরণজন্য এবং কুঠারজন্য যে কার্য অর্থাৎ বৃক্ষচ্ছেদন সেই কার্যের জনক। ফল বা কার্যস্বরূপ যে প্রত্যক্ষজ্ঞান, সেই প্রত্যক্ষজ্ঞানের প্রতি চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় হল করণ এবং সংযোগ নামক ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষ ব্যাপার। সেরকম নব্য নৈয়ায়িকরা বলেন যখন অনুমিতিজ্ঞান কার্য হবে তখন ঐ কার্যের প্রতি ব্যাপ্তিজ্ঞান হবে করণ এবং পরামর্শ হবে ব্যাপার। এখানে *বহ্নিব্যাপ্যঃ ধূমঃ* এরূপ ব্যাপ্তির স্মরণাত্মক জ্ঞানই *বহ্নিব্যাপ্যধূমবান্ পর্বতঃ* এরূপ পরামর্শজ্ঞানের মাধ্যমে *পর্বতো বহ্নিমান্* এই অনুমিতিজ্ঞানের জনক হবে। বিশ্বনাথ *ন্যায়সিদ্ধান্তমুক্তাবলী*টীকাতে বলেছেন – *অনুমায়াম্ অনুমিতৌ ব্যাপ্তিজ্ঞানং করণম্, পরামর্শো ব্যাপারঃ*।[৯]

কোনো ব্যক্তির মহানসে (রান্নাঘর) বহ্নি এবং ধূমের বার বার সহচারদর্শন অর্থাত্ সামানাধিকরণ্যজ্ঞান জন্মেছে। সেই সঙ্গে ধূম আছে অথচ বহ্নি নেই এরূপ কোনো ব্যভিচারজ্ঞান জন্মায় নি। নব্যন্যায়শাস্ত্রে একেই বলা হয়েছে – ব্যভিচারজ্ঞানবিরহসহকৃতসহচারদর্শন। এইভাবেই সেই ব্যক্তির মহানসে পূর্বে ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তিজ্ঞান হয়েছে। এই জ্ঞান প্রত্যক্ষজ্ঞান। সেই ব্যক্তিই পরবর্তীকালে কোথাও কোনো পর্বতাদিতে অবিচ্ছিন্নমূল ধূমরেখা দর্শন করল। তারপর ধূমরেখাদর্শনের ফলে পূর্বানুভূত ব্যাপ্তির স্মরণ হল। ব্যাপ্তিবিষয়ক স্মরণাত্মক জ্ঞান হল ব্যাপ্তিজ্ঞান।

অতএব *পর্বতো বহ্নিমান্* ইত্যাকারক অনুমিতির প্রতি পরামর্শজ্ঞান এবং ব্যাপ্তিজ্ঞান উভয়ই অন্যথাসিদ্ধিশূন্য এবং নিয়তপূর্ববর্ত্তী হওয়ায় কারণ। তবে প্রাচীন মতে পরামর্শ অসাধারণ কারণ (করণ) এবং নব্য মতে ব্যাপ্তিজ্ঞান অসাধারণ কারণ (করণ)। এখানে মনে রাখতে হবে, প্রত্যক্ষজ্ঞানের লক্ষণে বলা হয়েছে – *জ্ঞানাকরণকং জ্ঞানং প্রত্যক্ষম্*।[১০] প্রত্যক্ষজ্ঞানের করণ কোনো জ্ঞান নয়, সেখানে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় হল করণ। কিন্তু অনুমিত্যাত্মকজ্ঞান প্রত্যক্ষজ্ঞান না হওয়ায় অর্থাৎ পরোক্ষজ্ঞান হওয়ায় তার যে করণ তাকে অবশ্যই জ্ঞান

হতে হবে। সেইজন্য অনুমিতির প্রতি ব্যাপ্তিজ্ঞানকে (স্মরণাত্মকজ্ঞান) করণ বলা হয়েছে। সেরকম উপমিতির প্রতি সাদৃশ্যজ্ঞান করণ, অতিদেশবাক্যার্থের স্মরণ হল ব্যাপার। শাব্দবোধের প্রতি পদজ্ঞান করণ, পদজন্যপদার্থের স্মরণ হল ব্যাপার। স্মৃতির প্রতি অনুভবাত্মক জ্ঞান করণ, অনুভবজন্য সংস্কার হল ব্যাপার।

১.৪ অনুমিতিতে জ্ঞায়মান লিঙ্গ করণ নয় : *ভাষাপরিচ্ছেদ*কার বিশ্বনাথ উদয়নাচার্য প্রভৃতি প্রাচীন নৈয়ায়িকদের মত বলেছেন –

অনুমায়াং জ্ঞায়মানং লিঙ্গন্তু করণং ন হি।
অনাগতাদিলিঙ্গেন ন স্যাদনুমিতিস্তথা।।[১১]

উদয়নাচার্য *কিরণাবলী* গ্রন্থে লিঙ্গপরামর্শের বিষয় লিঙ্গকেই অনুমিতির করণ বলেছেন – *এতেন পরামৃষ্যমানং লিঙ্গমনুমানম্*।[১২] এই মতের সমর্থন পাওয়া যায় *বৈশেষিকসূত্রে – হেতুরপদেশো লিঙ্গং প্রমাণং করণম্ ইতি অর্থান্তরম্*।[১৩] জ্ঞায়মান লিঙ্গ বলতে পরামৃশ্যমান লিঙ্গকেই বোঝানো হয়েছে। অতএব *বহ্নিব্যাপ্যধূমবান্ পর্বতঃ* এই পরামর্শজ্ঞানে পরামৃশ্যমান যে ধূম অর্থাৎ লিঙ্গ, সেই লিঙ্গই হল অনুমিতির করণ।

১.৪.০ লিঙ্গ : লিঙ্গ কি? লিঙ্গ শব্দের ব্যুৎপত্তি হল – লীনম্ অর্থং গময়তি বোধয়তি ইতি লিঙ্গম্। অর্থাৎ লুকিয়ে থাকা অর্থকে যে বুঝিয়ে দেয় তাকে লিঙ্গ বলে। অর্থাৎ অজ্ঞাত অর্থের জ্ঞাপক। যে পদার্থটি লীন অর্থাৎ অপ্রত্যক্ষ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের সাথে অসন্নিকৃষ্ট পদার্থকে জ্ঞানের বিষয় করে তাই লিঙ্গ। 'পর্বতো বহ্নিমান্' এইভাবে যখন পর্বতে বহ্নির অনুমান করা হয় অর্থাৎ বহ্নিবিষয়ক অনুমিত্যাত্মক জ্ঞান জন্মায় তখন সেখানে ধূম অনুমাপক হেতু হিসাবে লিঙ্গ হয়ে থাকে। অনুমাপক হেতু এবং লিঙ্গস্বরূপ এই ধূম হল সাধ্য বহ্নির সাধন। (সাধ্যতে অনেন ইতি সাধনম্) অতএব ধূম বহ্নির লিঙ্গ।

১.৪.১ লিঙ্গপরামর্শ : লিঙ্গের পরামর্শকে বলা হয় লিঙ্গপরামর্শ। লিঙ্গপরামর্শ তিন প্রকার হয়। প্রথম যখন মহানসাদিতে বহ্নির সমানাধিকরণরূপে ধূম এই লিঙ্গের জ্ঞান হল তখন তা **প্রথম লিঙ্গপরামর্শ**। তারপর পর্বতাদিপক্ষে যে ধূমদর্শন হল তা **দ্বিতীয় লিঙ্গপরামর্শ**। তারপর ব্যাপ্তির স্মরণজন্য বহ্নিব্যাপ্যধূমবান্ পর্বতঃ এরূপ যে জ্ঞান হল তা **তৃতীয় লিঙ্গপরামর্শ**। উদ্দ্যোতকর, অন্নংভট্ট প্রভৃতি আচার্যেরা *ফলাযোগব্যবচ্ছিন্নং কারণং করণম্* এই লক্ষণানুসারে লিঙ্গপরামর্শ বা পরামর্শকেই অনুমিতির প্রতি করণ বলেছেন।

পরামর্শের পরিবর্তে জ্ঞায়মান বা পরামৃশ্যমান লিঙ্গকে উদয়নাচার্যপ্রমুখ প্রাচীননৈয়ায়িক সম্প্রদায় অনুমিতির করণরূপে স্বীকার করেছেন।[১৪] যেমন নৈয়ায়িকগণ ব্যাপ্তিবিশিষ্টপক্ষধর্মতাজ্ঞানকে অনুমিতির কারণ বলেন। ব্যাপ্তিবিশিষ্টপক্ষধর্মতাজ্ঞান যেমন অনুমিতির কারণ তেমনি পক্ষধর্মতাবিশিষ্টব্যাপ্তির জ্ঞানও কারণ হতে পারে। কোনও একটি কারণ হবে অপরটি হবে না এরূপ বিনিগমনা (একতরপক্ষপাতিনী যুক্তি) নেই। অনুরূপভাবে লিঙ্গপরামর্শকে অনুমিতির করণ বললে বিনিগমনাবিরহবশত লিঙ্গপরামর্শের বিশেষণ লিঙ্গকে অর্থাৎ পরামৃশ্যমান বা জ্ঞায়মান লিঙ্গকেও করণ বলতে হবে। কিন্তু লিঙ্গপরামর্শকে করণ বললে তা ব্যাপারবান্

হয় না, কারণ লিঙ্গপরামর্শ নিজেই ব্যাপার তার আর ব্যাপারান্তর নেই। ফলে নব্যমতে লিঙ্গপরামর্শ করণ হতে পারছে না। কিন্তু পরামৃশ্যমান বা জ্ঞায়মান লিঙ্গকে করণ বললে তার ব্যাপাররূপে লিঙ্গপরামর্শকে পাওয়া যাবে।

জ্ঞায়মান (পরামৃশ্যমান) লিঙ্গ বা লিঙ্গজ্ঞান (লিঙ্গের পরামর্শজ্ঞান) দুয়ের কোনোটিও অনুমিতিজ্ঞানের প্রতি করণ নয়। এই দুটি মতই নব্যনৈয়ায়িকেরা বর্জন করেছেন। তাদের মতে ব্যাপ্তির জ্ঞানই অনুমিতিজ্ঞানের প্রতি করণ। অনুমিতিতে ব্যাপ্তিজ্ঞান করণ। ব্যাপারবদসাধারণকারণতা ব্যাপ্তিজ্ঞানে আছে। এজন্য অনুমিতির প্রতি ব্যাপ্তিজ্ঞান করণ। পরামর্শকে ব্যাপার এবং অনুমিতিকে ফল স্বীকার করব। ব্যাপ্তিজ্ঞানের অব্যবহিত পর পরামর্শ (কার্য), পরামর্শের অব্যবহিত পরে যে জ্ঞান জন্মাবে তা হল অনুমিতি। যেমন কোনো ঘরে রান্না করলে সেই ঘরের দেওয়ালে কালো ছাপ দেখা যায়। কালো ছাপ দেখলে বহ্নির অনুমিতি হয়। কারণ ধূমের জন্য এরকম কালো হয়েছে। কারণ না থাকলে কার্য হলে ব্যতিরেকব্যভিচার হয়। এই ব্যতিরেকব্যভিচারের জন্য আমরা ধূমকে কারণ স্বীকার করব না। তাহলে কাকে কারণ স্বীকার করব? উত্তর হল ব্যাপ্তিজ্ঞানকে স্বীকার করব। ব্যাপ্তি ধূমেই থাকে। ধূমজ্ঞানকে করণ মানব। কারণ দেওয়ালে কালো ছাপ দেখে সঙ্গে সঙ্গে ধূমজ্ঞান আত্মাতে হয়। আর পরামর্শ ও অনুমিতি আত্মাতেই হয়। তাই সামানাধিকরণ্য হয়ে যাবে। যেই আত্মাতে ধূমজ্ঞান সেই আত্মাতেই পরামর্শজ্ঞান ও অনুমিতিজ্ঞান হয়। এরকম কার্যকারণভাব সিদ্ধ করার জন্য এবং প্রাচীনমতে ব্যভিচার হওয়ার জন্য জ্ঞায়মান বা বর্তমানকালীন ধূমকে কারণ স্বীকার না করে ধূমজ্ঞানকে করণ স্বীকার করব। যাকে আমরা ব্যাপ্তিজ্ঞান বলি। অতএব অনুমিতিকে জানতে হলে ব্যাপ্তিজ্ঞানকে অবশ্যই জানতে হবে। ব্যাপ্তিজ্ঞান না হলে পরামর্শ হবে না, পরামর্শ না হলে অনুমিতি হবে না, আর অনুমিতি না হলে অনুমান হবে না।

উল্লেখপঞ্জি

১. প্রত্যক্ষমেকং চার্বাকাঃ কণাদসুগতৌ পুনঃ।
অনুমানং চ তচ্চাথ সাংখ্যাঃ শব্দং চ তে অপি॥
ন্যায়ৈকদেশিনোঽপ্যেবমুপমানং চ কেচন।
অর্থাপত্ত্যা সহৈতানি চত্বার্যাহ প্রভাকরঃ॥
অভাবষষ্ঠান্যেতানি ভাট্টা বেদান্তিনস্তথা।
সম্ভবৈতিহ্যযুক্তানি তানি পৌরাণিকা জগুঃ॥ - *তার্কিকরক্ষা*, পৃষ্ঠা – ৫৬।
২. *ন্যায়সূত্র* ১/১/৫।
৩. সপ্রসঙ্গ উপোদ্ঘাতো হেতুতাবসরস্তথা।
নির্বাহকৈক্যকার্যৈক্যে ষোঢা সঙ্গতিরিষ্যতে॥ - *ব্যাপ্তিপঞ্চকম্*, পৃষ্ঠা – ৮।
৪. *তত্ত্বচিন্তামণিঃ*, অনুমানখণ্ড, পৃষ্ঠা -২।
৫. *তর্কসংগ্রহঃ*, সম্পা. কৃষ্ণবল্লভাচার্য, পৃষ্ঠা – ৮৯।
৬. *তদেব*, পৃষ্ঠা – ৯০।

৭. *ভাষাপরিচ্ছেদ*, কারিকা – ৬৮।

৮. *তর্কসংগ্রহঃ*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা – ৮৭।

৯. *ভাষাপরিচ্ছেদ*, সম্পা. আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃষ্ঠা – ২০৩।

১০. *তদেব*, পৃষ্ঠা – ১৬২।

১১. *তদেব*, কারিকা – ৬৭।

১২. *কিরণাবলী*, পৃষ্ঠা – ৫৪৬।

১৩. *বৈশেষিকসূত্রম্* ৯/২/৪।

১৪. অসতি বাধকে বিশিষ্টস্য কারণতাগ্রাহকপ্রমাণেন বিশেষণস্যাপি কারণতাগ্রহনিয়মাদ্ লিঙ্গপরামর্শস্যেব পরামৃশ্যমানলিঙ্গস্যাপি হেতুতা, একতরস্য হেতুত্বে বিনিগমনাভাবাত্। তত্র চ ব্যাপারভাবাল্লিঙ্গপরামর্শস্য ন করণতা, কিন্তু জ্ঞায়মানলিঙ্গস্যৈব। তথা চোক্তং কিরণাবল্যাম্ – লিঙ্গস্যাবান্তরব্যাপারবত্ত্বেন করণত্বম্। – *কিরণাবলী*, পৃষ্ঠা - ৫৪৬।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ব্যাপ্তিবিষয়ে প্রাচীনন্যায়ের অভিমত

এই অধ্যায়ে ব্যাপ্তিবিষয়ে প্রাচীনন্যায়ের কি কি অভিমত তা আলোচনা করেছি। কোন কোন গ্রন্থকে আমরা প্রাচীনন্যায়ের মধ্যে ধরব। মহর্ষি গৌতম প্রণীত *ন্যায়সূত্রম্*। *ন্যায়সূত্রে*র উপর বাৎস্যায়নকৃত *ন্যায়ভাষ্য*। উদ্দ্যোতকরকৃত *ন্যায়বার্ত্তিক*। *ন্যায়বার্ত্তিকে*র উপর বাচস্পতিমিশ্রকৃত *ন্যায়বার্ত্তিকতাৎপর্যটীকা*। *ন্যায়বার্ত্তিকতাৎপর্যটীকা*র উপর উদয়নাচার্যকৃত *ন্যায়বার্ত্তিকতাৎপর্যপরিশুদ্ধিটীকা*। উদয়নাচার্যকৃত *ন্যায়কুসুমাঞ্জলি*। বর্দ্ধমানোপাধ্যায়কৃত *ন্যায়নিবন্ধপ্রকাশটীকা*। কেশবমিশ্রকৃত *তর্কভাষা* প্রভৃতি গ্রন্থ।

২.০ অনৌপাধিক বা স্বাভাবিক সম্বন্ধ ব্যাপ্তি: ব্যাপ্তির লক্ষণবিষয়ে দার্শনিকগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। মহর্ষি গৌতম তাঁর প্রণীত *ন্যায়সূত্রে* ব্যাপ্তির কোনো লক্ষণ প্রদান করেননি। ভাষ্যকার বাৎস্যায়নও তাঁর রচিত ভাষ্যে ব্যাপ্তির লক্ষণ দেননি। উদ্দ্যোতকর *ন্যায়বার্ত্তিকে* বলেছেন বৌদ্ধমতে ব্যাপ্তি অবিনাভাব।[১] আচার্য উদয়নের মতে অনৌপাধিক সম্বন্ধ ব্যাপ্তি। অর্থাৎ উপাধিহীন যে সম্বন্ধ তাই ব্যাপ্তি। সম্বন্ধ দুই প্রকার – স্বাভাবিক এবং ঔপাধিক। যেমন – গোলাপ ফুল লাল। সেই গোলাপফুলের সঙ্গে তার লাল রঙের সম্বন্ধ স্বাভাবিক। আর স্বচ্ছ দর্পণে গোলাপ ফুলের লালরঙ আরোপিত হলে ঐ লালরঙের সঙ্গে দর্পণের যে কৃত্রিম বা অবাস্তব সম্বন্ধ তা গোলাপফুলরূপ উপাধিমূলক বলে ঔপাধিক। স্বাভাবিক সম্বন্ধ যেটাকে বলা হচ্ছে তা উপাধি যুক্ত নয় অর্থাৎ অনৌপাধিক সম্বন্ধ। *পর্বতো বহ্নিমান্ ধূমাত্* – এই সদ্ধেতুকানুমিত্যাত্মক স্থলে ধূমে বহ্নির অনৌপাধিক সম্বন্ধ আছে, তাই ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তি বিদ্যমান। যে পদার্থ সাধ্যশূন্য স্থানে থাকে, তাতে সাধ্যের অনৌপাধিক সম্বন্ধ বা ব্যাপ্তি থাকতে পারে না। কিন্তু ধূমশূন্য স্থানেও বহ্নি থাকে। যেমন – তপ্তলৌহপিণ্ড। বহ্নিতে ধূমের যে সম্বন্ধ তা স্বাভাবিক নয়, ঔপাধিক। কারণ, যেখানে আর্দ্রেন্ধনের সঙ্গে বহ্নির সংযোগ হয় সেখানেই বহ্নি থেকে ধূমের উৎপত্তি হয়। সুতরাং বহ্নির সঙ্গে ধূমের ঐ সম্বন্ধ আর্দ্রেন্ধনরূপে উপাধিমূলক বলে তা ঔপাধিকসম্বন্ধ। অতএব হেতুতে যদি উপাধি না থাকে তাহলেই ঐ হেতুতে সাধ্যের ব্যাপ্তি থাকে। সাধ্যের ব্যভিচারী হেতুমাত্রেই উপাধি থাকায় তাতে অনৌপাধিক সম্বন্ধরূপ ব্যাপ্তি নেই। এরকম আপত্তি চার্বাকরা তুলেছেন। এই মত বিচার করার পূর্বে উপাধি কাকে বলে জানা দরকার।

২.১ উপাধি : উপ-পূর্বক আ-পূর্বক ধা-ধাতুর উত্তর কি-প্রত্যয় করে উপাধি শব্দটি নিষ্পন্ন হয়। 'উপ' শব্দের অর্থ সমীপবর্তী। সমীপস্থ অন্যপদার্থে যা স্বধর্মের আরোপ জন্মায় তাই উপাধি। *দীধিতি*কার রঘুনাথ শিরোমণি বলেছেন – *উপসমীপবর্ত্তিনি আদধাতি স্বীয়ং ধর্মমিত্যুপাধিঃ*।[২] নৈয়ায়িকরা বলেন হেতুতে উপাধির আশঙ্কা থাকলে ব্যভিচারেরও আশঙ্কা থাকে, আর ব্যভিচারের আশঙ্কা থাকলে ঐ হেতুকে ব্যাপ্যরূপে জানা যায় না। উপাধির লক্ষণে *তর্কসংগ্রহ*গ্রন্থে বলা হয়েছে – *সাধ্যব্যাপকত্বে সতি সাধনাব্যাপকত্বমুপাধিত্বম্*।[৩] অর্থাৎ যা সাধ্যের ব্যাপক হয়েও হেতুর অব্যাপক হয় তা হল উপাধি। কোনো হেতুতে এরূপ উপাধি থাকলে সেই হেতু ও সাধ্যের মধ্যে ব্যাপ্যব্যাপকভাব থাকতে পারে না। কারণ, উপাধি হেতুর অব্যাপক হওয়ায় হেতুটি উপাধির ব্যাপ্য না হয়ে

ব্যভিচারী হয়। যে সাধ্যের ব্যাপকের ব্যভিচারী হয়, সে অবশ্য সাধ্যেরও ব্যভিচারী হয়। এভাবে যদি কোনো বস্তু সাধ্যের ব্যাপক ও হেতুর অব্যাপকরূপ উপাধি হয় তাহলে ঐ উপাধির দ্বারা অনুমিতিস্থলীয় হেতুটি যে সাধ্যের ব্যভিচারী তা নিশ্চিতভাবে জানা যায়। হেতুতে উপাধির নিশ্চয় হলে ব্যভিচারেরও নিশ্চয় হয়, সংশয় হলে ব্যভিচারেরও সংশয় হয়। *পর্বতো ধূমবান্ বহ্নেঃ* – এই অসদ্ধেতুক অনুমিতিস্থলে আর্দ্রেন্ধনসংযোগ উপাধি। তপ্তঃঅয়োগোলকে বহ্নি থাকে, আর্দ্রেন্ধনসংযোগ থাকে না। সুতরাং বহ্নি আর্দ্রেন্ধনসংযোগের ব্যভিচারী। যেখানে ধূম থাকে সেখানে আর্দ্রেন্ধনসংযোগ থাকে। এজন্য আর্দ্রেন্ধনসংযোগ ব্যাপক ও ধূম ব্যাপ্য হয়। বহ্নি যদি ব্যাপক আর্দ্রেন্ধনসংযোগের ব্যভিচারী হয় তাহলে ব্যাপ্য ধূমেরও ব্যভিচারী হবে। যে ব্যাপকের ব্যভিচারী হয়, সে ব্যাপ্যেরও ব্যভিচারী হয়। তাই উপাধি ব্যাপ্তিজ্ঞানের প্রতিবন্ধক। সাধ্যের সমব্যাপ্ত পদার্থ উপাধি হয় এরকম মত উদয়নাচার্য *ন্যায়কুসুমাঞ্জলি* গ্রন্থের তৃতীয় স্তবকে বলেছেন। সেখানে তিনি উপাধির যৌগিক অর্থ বলেছেন। ন্যায়দর্শনে শক্তিবিশিষ্ট পদ চার প্রকার – যৌগিক, রূঢ়, যোগরূঢ় ও যৌগিকরূঢ়।

উপাধি সাধ্যের ব্যাপ্য না হলে সাধ্যের প্রযোজক বা সাধক হতে পারে না। *তত্ত্বচিন্তামণি*কার গঙ্গেশোপাধ্যায় উপাধিবাদপ্রকরণে উদয়নাচার্যের এই মত তাঁর যুক্তি অনুসারে সমর্থন করেছেন। রঘুনাথ শিরোমণি ও মথুরানাথ তর্কবাগীশ তা আচার্যমত বলে স্পষ্ট প্রকাশ করেছেন। রঘুনাথ শিরোমণি বলেছেন – উপাধি শব্দটি যোগরূঢ়, এর যৌগিক অর্থ গ্রহণ করে উপাধি নিরূপণ করা যায় না। কারণ তাহলে এরূপ অনেক পদার্থই উপাধি হতে পারে। সুতরাং রূঢ্যর্থও গ্রহণ করতে হবে। সাধ্যের ব্যাপক হয়েও হেতুর অব্যাপক এটা রূঢ্যর্থ। রূঢ্যর্থ ও যৌগিকার্থ উভয় অর্থ গ্রহণ করেই উপাধি বুঝতে হবে। তাহলেই সাধ্যের সমব্যাপ্ত পদার্থ উপাধি হয়। কারণ, তা সাধ্যের ব্যাপক হয়ে হেতুর অব্যাপক হয় এবং তাতে সাধ্যের ব্যাপ্তি থাকায় হেতুতে তার অব্যাপক হয় এবং তাতে সাধ্যের ব্যাপ্তি থাকায় হেতুতে তার আরোপও হয়। *তার্কিকরক্ষা*কার বরদরাজও বলেছেন – *সাধনাব্যাপকাঃ সাধ্যসমব্যাপ্তা উপাধয়ঃ* ।[৪] উদয়নাচার্য *ন্যায়কুসুমাঞ্জলি* গ্রন্থের তৃতীয় স্তবকে বলেছেন – *তত্রোপাধিস্তু সাধনাব্যাপকত্বে সতি সাধ্যব্যাপকঃ । তদ্ধর্মভূতা হি ব্যাপ্তির্জবাকুসুমরক্ততেব স্ফটিকে সাধনাভিমতে চকাস্তিত্যুপাধিরসাবুচ্যতে ইতি*[৫] বর্দ্ধমান-উপাধ্যায় *প্রকাশ*টীকাতে বলেছেন – *যদ্ধর্মোঽন্যত্র ভাসতে ন এবোপাধিপদবাচ্যো জবাকুসুমং স্ফটিকে । তথা যদ্বৃত্তিব্যাপ্যত্বং সাধনত্বাভিমতে ভাসতে, স ধর্মস্তত্র হেতাবুপাধিরিতি সমব্যাপ্তে উপাধিপদং মুখ্যং, বিষমব্যাপ্তে তু সাধ্যব্যাপকত্বাদিগুণযোগাদ্-গৌণমুপাধিপদমিত্যর্থঃ*[৬]

২.১ উপাধির ভেদ : উপাধি দুই প্রকার – নিশ্চিত উপাধি ও শঙ্কিত উপাধি।[৭] 'পর্বতো ধূমবান্ বহ্নেঃ' – এই স্থলে আর্দ্রেন্ধনসংযোগ নিশ্চিত উপাধি। আর *স শ্যামঃ মিত্রাতনয়ত্বাত্* – এই স্থলে শাকপাকজন্যত্ব শঙ্কিত উপাধি। এছাড়াও আমরা *তর্কসংগ্রহদীপিকা* গ্রন্থে চারপ্রকার উপাধির পরিচয় পাই। (১) কেবলসাধ্যব্যাপক – *পর্বতো ধূমবান্ বহ্নেঃ*, এখানে আর্দ্রেন্ধনসংযোগ উপাধি। (২) পক্ষধর্মাবচ্ছিন্নসাধ্যব্যাপক – *বায়ুঃ প্রত্যক্ষঃ প্রত্যক্ষস্পর্শাশ্রয়ত্বাত্*, এখানে উদ্ভূতরূপবত্ত্ব উপাধি। (৩) সাধনাবচ্ছিন্নসাধ্যব্যাপক – *প্রাগভাবঃ বিনাশী জন্যত্বাত্*, ভাবত্ব উপাধি। (৪) উদাসীনধর্মাবচ্ছিন্নসাধ্যব্যাপক – *প্রাগভাবঃ বিনাশী প্রমেযত্বাত্*, ভাবত্ব উপাধি।

২.২ উপাধি ব্যাপ্তিজ্ঞানের প্রতিবন্ধক : চার্বাকরা বলেন অনৌপাধিকত্বকে যখন ব্যাপ্তি বলা হয়েছে তখন ব্যাপ্তিজ্ঞান কোথাও হবে না। কারণ অনৌপাধিকত্ব বুঝতে উপাধির জ্ঞান আবশ্যক। আবার উপাধির লক্ষণ বুঝতে ব্যাপ্তিজ্ঞান আবশ্যক। সুতরাং ব্যাপ্তিজ্ঞান ব্যাপ্তিজ্ঞানসাপেক্ষ হওয়ায় অন্যোন্যাশ্রয়দোষ অনিবার্য। সুতরাং ব্যাপ্তিজ্ঞান কোনোভাবে সম্ভব নয়। আর অনুমানের প্রামাণ্যও সিদ্ধ হতে পারে না। *তত্ত্বচিন্তামণি*কার উদয়নাচার্যসম্মত অনৌপাধিকত্বরূপ ব্যাপ্তিলক্ষণের যেরূপ ব্যাখ্যা করেছেন তাতে অন্যোন্যাশ্রয় দোষের সম্ভাবনা নেই।[৮] উপাধির জ্ঞান ব্যাপ্তিজ্ঞানসাপেক্ষ নয় এটা তিনি দেখিয়েছেন। অনুমিতির জনক ব্যাপ্তিজ্ঞান যদি আবার সেই ব্যাপ্তির জ্ঞানকেই অপেক্ষা করে তাহলে অন্যোন্যাশ্রয়দোষ হতে পারে। যদি উপাধি পদার্থ বুঝতে ব্যাপ্তিজ্ঞান আবশ্যক হয়, তাহলে অন্যপ্রকার ব্যাপ্তির জ্ঞান বলা যেতে পারে। কিন্তু অনৌপাধিকত্ব যে ব্যাপ্তিপদার্থ, অন্যরূপ ব্যাপ্তির লক্ষণ বলাই যায় না, এরকম কথা চার্বাকরা বলতে পারেন না। *তাৎপর্যটীকা*কার বাচস্পতিমিশ্রের মতে – *স্বাভাবিকঃ সম্বন্ধো ব্যাপ্তিঃ*।[৯] তিনি বলেছেন, ধূমে বহ্নির সম্বন্ধ অনৌপাধিক বা স্বাভাবিক। কারণ, এখানে কোনো উপাধির উপলব্ধি হয় না। কোনো স্থানেই ধূমে বহ্নির ব্যভিচারদর্শন না হওয়ায় অনুপলভ্যমান উপাধিরও কল্পনা করা যায় না।

উপলব্ধির অযোগ্য কোনও উপাধি পদার্থ সেখানে থাকতে পারে এরূপ শঙ্কা সর্বত্র জন্মালে সর্বত্রই নানাবিধ অমূলকশঙ্কা কেন জন্মায় না তা বলতে হবে। অন্নভোজনাদির পরেও যখন অনেকের মৃত্যু হয়, তখন সর্বত্র প্রত্যহ অন্নভোজনাদিতেও অনর্থকত্ব কেন জন্মায় না? অন্নভোজনাদিতে ঐরূপ শঙ্কা হয় বললে তা হতে লোকব্যবহার নির্বাহ হয় না। অতএব সর্বত্র অমূলক শঙ্কা জন্মায় না এটা অবশ্য স্বীকার করতে হবে। এছাড়া বাচস্পতিমিশ্র আরও বলেছেন যে, সংশয়মাত্রই বিশেষ ধর্মের স্মরণ আবশ্যক। সংশয়ের এক এক কোটিই বিশেষ ধর্ম। তার কোনও একটির উপলব্ধি হলে সংশয় জন্মাতে পারে না। কিন্তু পূর্বে কোনও দিন তার উপলব্ধি থাকা আবশ্যক নাহলে তার স্মরণ হতে পারে না। কারণ অজ্ঞাত পদার্থের স্মরণ হয় না। জ্ঞাত পদার্থেরই স্মরণ হয়। বিশেষ ধর্মের জ্ঞান ছাড়া যে কোনো প্রকার সংশয়ই জন্মাতে পারে না। তাহলে সবজায়গায় উপাধির শঙ্কা কখনই সম্ভব হয় না। সুতরাং তন্মূলক ব্যভিচার সংশয়ও অসম্ভব। বাচস্পতিমিশ্রের বক্তব্য এই যে, এই হেতু উপাধিযুক্ত কি না? এরূপ সংশয়ে উপাধি এবং তার অভাব এই দুই পদার্থ কোটি। তার একতরের নিশ্চয় হলে আর ঐরূপ সংশয় জন্মায় না। সুতরাং তার প্রত্যেকটি ঐ স্থলে বিশেষ ধর্ম। এখন ঐ উপাধিরূপ একতর কোটি বা বিশেষ ধর্ম যদি কোথাও নিশ্চিত না হয়ে থাকে, তবে ঐ বিষয়ে সংস্কার জন্মাতে না পারায় তার স্মরণ হওয়া অসম্ভব। সেখানে উপাধির সংশয় হওয়া অসম্ভব। উপাধির সংশয় করতে গেলে যখন তার স্মরণ আবশ্যক, তখন সেখানে উপাধি পদার্থের কোথাও নিশ্চয় না হওয়ায় স্মরণ হওয়া সম্ভব নয়। সেখানে উপাধির সংশয় কোনোভাবে হতে পারে না। ব্যভিচারীহেতুতে যে উপাধি নিশ্চিত আছে, সদ্ধেতুতে তার সংশয় কোনো স্থলে হলেও ঐ সংশয় সেই হেতুতে ব্যভিচার সংশয় সম্পাদন করতে পারে না। যে স্থলে যে উপাধি লক্ষণাক্রান্তই হয় না, সেখানে তার সংশয় উপাধির সংশয় নয়। যদি সেই স্থলে কোনো পদার্থ উপাধিলক্ষণাক্রান্ত হয় এবং অন্যত্র তার নিশ্চয় হয়, তাহলে সেই স্থলেও ঐ উপাধির নিশ্চয় হওয়ায় ব্যভিচার নিশ্চয়ই জন্মাবে। সুতরাং সেখানে উপাধির নিশ্চয় হওয়ায় তার সংশয় বা তন্মূলক ব্যভিচার সংশয় অসম্ভব।

এছাড়া বাচস্পতি মিশ্র বৌদ্ধদের মতও খণ্ডন করেছেন। বৌদ্ধরা বলেন কোনো স্থলে কার্যকারণভাব প্রযুক্ত ব্যাপ্তি থাকে এবং কোনো স্থলে তাদাত্ম্য বা অভেদ সম্বন্ধপ্রযুক্ত ব্যাপ্তি থাকে। সুতরাং কোনো স্থলে কার্যকারণভাবের জ্ঞানের দ্বারা, কোনো স্থলে অভেদসম্বন্ধ জ্ঞানের দ্বারা ব্যাপ্তিনিশ্চয় হয়। তাদের মতে –

কার্যকারণভাবাদ্বা স্বভাবাদ্বা নিয়ামকাত্।
অবিনাভাবনিয়মোঽদর্শনান্ন ন দর্শনাত্।।[১০]

কার্যকারণভাব অথবা স্বভাব – এই দুটিই অবিনাভাব অর্থাৎ ব্যাপ্তির নিয়ামক। তৎপ্রযুক্তে ব্যাপ্তির নিয়ম, অদর্শনপ্রযুক্ত নয় এবং দর্শনপ্রযুক্ত নয়। অর্থাৎ সাধ্যশূন্য স্থানে হেতুর অদর্শন এবং সাধ্যযুক্ত স্থানে হেতুর দর্শন, এই উভয়কারণেই যে হেতুর সাধ্যের ব্যাপ্তি নিশ্চয় হয় তা নয়। সেটা বললে সাধ্যশূন্যস্থানমাত্রে হেতু আছে কিনা তা বোঝা অসম্ভব বলে কোনো দিনও কোনো পদার্থে ব্যাপ্তিনিশ্চয় সম্ভব হবে না।

বাচস্পতিমিশ্র বৌদ্ধমত খণ্ডন করে স্বাভাবিক সম্বন্ধকেই ব্যাপ্তি বলেছেন। কিন্তু *তত্ত্বচিন্তামণি*কার গঙ্গেশোপাধ্যায় স্বাভাবিক সম্বন্ধ ব্যাপ্তি নয় বলেছেন। তিনি বিশেষব্যাপ্তিপ্রকরণে উদয়নাচার্যকৃত অনৌপাধিকত্বরূপ ব্যাপ্তিলক্ষণের সুন্দর ব্যাখ্যা করেছেন[১১] এবং ঐ লক্ষণ নির্দোষ বলে বোঝা যেতে পারে এরকম ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয় মনে করেছেন। তাহলে বাচস্পতিমিশ্র যে স্বাভাবিক বা অনৌপাধিক সম্বন্ধকে ব্যাপ্তি বলেছেন তাও নির্দোষ বলা যেতে পারে। পরবর্তী কালে নব্যনৈয়ায়িকেরা অনৌপাধিক বা স্বাভাবিক সম্বন্ধকে ব্যাপ্তি বলে স্বীকার করেননি।

উল্লেখপঞ্জি

১. *ন্যায়বার্ত্তিক*, পৃষ্ঠা - ৫০।
২. *দীধিতি*, পৃষ্ঠা - ৯১৪।
৩. *তর্কসংগ্রহ*, সম্পা. কৃষ্ণবল্লভাচার্য, পৃষ্ঠা – ১২০।
৪. *তার্কিকরক্ষা*, পৃষ্ঠা – ৬৬।
৫. *ন্যায়কুসুমাঞ্জলি*, পৃষ্ঠা – ৩৫২।
৬. *তদেব*, প্রকাশটীকা, পৃষ্ঠা – ৩৬৪।
৭. স চ দ্বিবিধো শঙ্কিতোপাধির্নিশ্চিতোপাধিশ্চ। - *তদেব*, তৃতীয়স্তবক, পৃষ্ঠা – ৩৫১।
৮. তত্রোপাধিঃ সাধ্যত্বাভিমতব্যাপকত্বে সতি সাধনত্বাভিমতাব্যাপকঃ, অনৌপাধিকত্বজ্ঞানঞ্চ ন ব্যাপ্তিজ্ঞানহেতুরতো ব্যাপকত্বাদিজ্ঞানে নান্যোন্যাশ্রয়ঃ। - *তত্ত্বচিন্তামণি*, অনুমানখণ্ড, পৃষ্ঠা – ২৯৪।
৯. *ন্যায়বার্ত্তিকতাৎপর্য্যটীকা*, পৃষ্ঠা – ১৬৫।
১০. *তদেব*, পৃষ্ঠা – ১৪৮।
১১. অথবানৌপাধিকত্বং ব্যাপ্তিঃ তচ্চ যাবৎস্বসমানাধিকরণাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নং যৎ তৎপ্রতিযোগিকা-ত্যন্তাভাবসমানাধিকরণং যৎ তেন সমং সামানাধিকরণ্যম্ । নহ্যেবং সোপাধিঃ, তত্র সাধনসমানাধিকরণাত্যন্তা-ভাবপ্রতিযোগিন আর্দ্রেন্ধনবত্ত্বাদেরুপাধের্যোঽত্যন্তাভাবস্তেন সমং সাধ্যস্য ধূমাদেঃ সামানাধিকরণ্যাভাবাৎ উপাধেঃ সাধ্যব্যাপকত্বাৎ । এতদেব যাবৎস্বব্যভিচারিব্যভিচারিসাধ্যসামানাধিকরণ্যমনৌপাধিকত্বং গীয়তে। – *তত্ত্বচিন্তামণি*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা - ১৪৯।

তৃতীয় অধ্যায়

ব্যাপ্তিবিষয়ে চিন্তামণিকারের চিন্তন

চিন্তামণিকার হলেন গঙ্গেশোপাধ্যায়। ব্যাপ্তিবিষয়ে তার চিন্তা আলোচনা করার পূর্বে তার আবির্ভাব কাল নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করেছি।

৩.০ গঙ্গেশোপাধ্যায়ের আবির্ভাবকাল : গঙ্গেশোপাধ্যায়ের আবির্ভাবকাল সঠিকভাবে নির্ধারণ করা খুব কঠিন। খ্রিস্টিয় একাদশ শতক থেকে খ্রিস্টিয় চতুর্দশ শতকের মধ্যে কোনো এক সময় তার আবির্ভাবকাল এরকম অনুমান করা হয়। মিথিলায় মঙ্গলবনী বা মঙ্গলৌনী গ্রামে মতান্তরে কমলা নদীর তীরে কোরন্ বা করিয় নামক গ্রামে কাশ্যপগোত্রীয় ছাদন বা ব্রাহ্মণবংশে তাঁর জন্ম।[১] বাল্যকাল থেকেই তিনি পিতৃহারা ছিলেন। তারপর তিনি মামার বাড়ীতে আসেন এবং সেখানেই শিক্ষালাভ করেন। গঙ্গেশের বিদ্যালাভ বিষয়ে এক বিচিত্র কাহিনী শোনা যায়। জনশ্রুতি আছে দেবীর অসীম কৃপায় তিনি জ্ঞানলাভ করেছিলেন। তিনি যুবক বয়সেও প্রায় নিরক্ষর ছিলেন এবং দেবী শ্মশানকালীর বরে ন্যায়শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তিলাভ করেন। তিনি *খণ্ডনখণ্ডখাদ্য* গ্রন্থের রচয়িতা শ্রীহর্ষের পরবর্তী। কারণ নিজগ্রন্থে তিনি শ্রীহর্ষের মতের সমালোচনা করেছেন। শ্রীহর্ষের কাল ১১৮৬ খ্রিস্টাব্দ। গঙ্গেশোপাধ্যায়ের পুত্র বর্ধমানোপাধ্যায় খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। সুতরাং অনুমান করা হয় গঙ্গেশোপাধ্যায় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

৩.১ *তত্ত্বচিন্তামণি* গ্রন্থের পরিচয় : ন্যায়দর্শনকে ভিত্তি করে তাঁর রচিত *তত্ত্বচিন্তামণি* গ্রন্থ নব্যন্যায়দর্শনের এক বিস্ময়সৃষ্টিকারী গ্রন্থ। প্রমাণ অবলম্বনে রচিত বলে গ্রন্থটি *প্রমাণচিন্তামণি* নামেও পরিচিত। প্রমাণ ছাড়াও প্রমা ও প্রামাণ্যের আলোচনা এখানে করা হয়েছে। গ্রন্থটি চারটি খণ্ডে বিভক্ত – প্রত্যক্ষখণ্ড, অনুমানখণ্ড, উপমানখণ্ড ও শব্দখণ্ড। এই গ্রন্থে সেই সময়ে বহুলভাবে প্রচলিত প্রভাকর সম্প্রদায়ের মীংমাসার প্রমাণ অংশের বহু সিদ্ধান্ত ন্যায়মতানুসারে খণ্ডন করা হয়েছে। *তত্ত্বচিন্তামণি* গ্রন্থ এতটাই মহত্ত্ব অর্জন করেছিল যে, এই গ্রন্থ পাঠ না করা পর্যন্ত ভারতীয় সারস্বত সমাজে সেযুগে কাউকে পণ্ডিত বলে স্বীকার করা হত না। তাঁর আবির্ভাবের দুই শতকের মধ্যে *তত্ত্বচিন্তামণি* গ্রন্থ সমগ্রে ভারতে এক অসাধারণ তর্কগ্রন্থরূপে সমাদৃত হয়। গ্রন্থকার শিবকে নমস্কার জানিয়ে গ্রন্থ আরম্ভ করেছেন।

গুণাতীতোঽপীশস্ত্রিগুণসচিবস্ত্র্যক্ষরময়
ত্রিমূর্ত্তির্যঃ স্বর্গ-স্থিতি-বিলয়কর্ম্মাণি তনুতে।
কৃপাপারাবারঃ পরমগতিরেকস্ত্রিজগতাং
নমস্তস্মৈ কস্মৈচিদমিতমহিম্নে পুরভিদে।।[২]

৩.২ *তত্ত্বচিন্তামণি* গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য : নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে প্রমাণের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ও পূর্বে উত্থাপিত নানা শঙ্কা ও আক্ষেপের সমাধান এই গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য। এর পরিবেশনপদ্ধতি চিত্তাকর্ষক, বিচারপদ্ধতিও বিশ্লেষণাত্মক।

তাই এই গ্রন্থে ব্যুৎপন্ন ব্যক্তির স্বচ্ছদৃষ্টি ও বিচারকুশলতা জন্মায়। বুদ্ধিকে উদ্দীপিত করা ও তাকে সঠিক বিচারমার্গে পরিচালিত করার ক্ষেত্রে *তত্ত্বচিন্তামণির* অবদান অসামান্য। ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে এরূপ গ্রন্থ দুর্লভ বললেও কম বলা হয়। পরবর্তী দর্শন, ভাষা, চিন্তা ও অলংকারশাস্ত্রের উপর এই গ্রন্থের প্রভূত প্রভাব পড়েছে।

৩.৩ ব্যাপ্তিবিষয়ে চিন্তন : অনুমানখণ্ডে অনুমিতি নিরূপণের পর চিন্তামণিকার গঙ্গেশোপাধ্যায় ব্যাপ্তির স্বরূপ নিরূপণ করেছেন। অনুমিতি নিরূপণের শেষ অংশে চার্বাকরা বলেছেন যে, অনুমান প্রমাণ নয়। কারণ অনুমান প্রমাণের জন্য যে ব্যাপ্তিজ্ঞান অপেক্ষিত সেটাই সম্ভব নয়। হেতু ও সাধ্যের ব্যাপ্তিজ্ঞান অনুমিতির প্রতি করণ। কিন্তু যদি উপাধিজ্ঞান থাকে তাহলে ব্যাপ্তিজ্ঞান হয় না। উপাধির জ্ঞান ব্যাপ্তিজ্ঞানের প্রতিবন্ধক। এভাবে উপাধির জ্ঞান থাকলে ব্যাপ্তিজ্ঞান সম্ভব হয় না, আর ব্যাপ্তিজ্ঞান না হলে অনুমান হয় না। চার্বাকদের এমন প্রশ্নের উত্তরে গঙ্গেশোপাধ্যায় বলেন – *ব্যাপ্তিগ্রহোপায়শ্চ বক্ষ্যতে*।[৩] অর্থাৎ ব্যাপ্তিজ্ঞানের উপায় বলা হবে। ব্যাপ্তিজ্ঞানের উপায় বলা হলে পূর্বপক্ষীর আপত্তি দূরীভূত হয় এবং অনুমানের প্রামাণ্যব্যবস্থাও প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু ব্যাপ্তিজ্ঞানের উপায় নিরূপণ করতে গেলে ব্যাপ্তির স্বরূপ নিরূপণ করা আবশ্যক। কারণ কোনো সম্প্রদায় বলেন অব্যভিচার ব্যাপ্তি, আবার কেউ বলেন হেতুব্যাপকসাধ্যসামানাধিকরণ্য ব্যাপ্তি। এভাবে ব্যাপ্তির স্বরূপবিষয়ে প্রচুর মতভেদ বিদ্যমান। ফলস্বরূপ ব্যাপ্তিজ্ঞানের কারণও ভিন্ন ভিন্ন হয়। এজন্য আচার্য গঙ্গেশ ব্যাপ্তির স্বরূপ নিরূপণ করতে প্রয়াসী হয়েছেন। নিরূপণ কথার অর্থ হল পরমতখণ্ডন পূর্বক স্বমতস্থাপন। তিনি ব্যাপ্তিবিষয়ে বিভিন্ন আচার্যদের মত উল্লেখ করে তাঁদের মতামত খণ্ডন করে সিদ্ধান্তরূপে নিজমত স্থাপন করেছেন।

৩.৩.০ ব্যাপ্তিপঞ্চক : আচার্য গঙ্গেশোপাধ্যায় ব্যাপ্তির প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয় করার জন্য প্রশ্ন তুলেছেন – *ননু অনুমিতিহেতুব্যাপ্তিজ্ঞানে কা ব্যাপ্তিঃ?*[৪] এরকম প্রশ্ন তুলে বিভিন্ন আচার্যগণের দ্বারা কথিত ব্যাপ্তির পাঁচটি লক্ষণ বলেছেন –

সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বম্,

সাধ্যবদ্ভিন্নসাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বম্,

সাধ্যবৎপ্রতিযোগিকান্যোন্যাভাবাসামানাধিকরণ্যম্,

সকলসাধ্যাভাববন্নিষ্ঠাভাবপ্রতিযোগিত্বম্,

সাধ্যবদন্যাবৃত্তিত্বম্।[৫]

এই পাঁচটি লক্ষণ ব্যাপ্তিপঞ্চক নামে পরিচিত। একে আবার পঞ্চলক্ষণীও বলা হয়। তিনি বলেছেন ব্যাপ্তির পাঁচটি লক্ষণ দোষযুক্ত, কারণ এই পাঁচটি লক্ষণ অব্যভিচরিতত্বপদপ্রতিপাদ্য। অব্যভিচরিতত্ব একটি পারিভাষিক শব্দ। এর অর্থ ব্যভিচারের অভাব। ব্যভিচার হল হেতুর অন্যতম দোষ। যেখানে হেতু থাকবে সেখানে সাধ্য থাকবে এটা স্বাভাবিক নিয়ম। কিন্তু এই নিয়মের যদি ব্যতিক্রম ঘটে অর্থাৎ কোনো স্থানে হেতু আছে অথচ সাধ্য নেই তাহলে তাকে ব্যভিচার বলা হয়। যেমন *ধূমবান্ বহ্নেঃ* – এখানে বহ্নিহেতুতে ব্যভিচারদোষ হয়েছে। কারণ *যত্র যত্র বহ্নিঃ তত্র তত্র ধূমঃ* এই নিয়ম থাকলেই বহ্নিহেতুর দ্বারা ধূমের অনুমান করা যেতে পারে কিন্তু এখানে

তপ্তলৌহপিণ্ডে এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটেছে, যেহেতু সেখানে বহ্নি আছে কিন্তু ধূম নেই। যেখানে ঐ নিয়ম অব্যাহত আছে সেখানে হেতু সাধ্যের ব্যাপ্য কিন্তু তার ব্যতিক্রম হলে হেতু সাধ্যের ব্যভিচারী হবে। অতএব বহ্নিতে ধূমের ব্যভিচার থাকায় বহ্নি ধূমের ব্যভিচারী। ব্যভিচারজ্ঞান হলে কখনো ব্যাপ্তিজ্ঞান হতে পারবে না, আর ব্যাপ্তিজ্ঞান না হলে অনুমিতি কখনো সম্ভবপর হয় না। ব্যভিচারজ্ঞান ব্যাপ্তিজ্ঞানের প্রতিবন্ধক। ব্যভিচারের লক্ষণ হল – সাধ্যাভাববদ্বৃত্তিত্বম্। অর্থাৎ সাধ্যাভাবের অধিকরণে হেতুর বৃত্তিতা থাকলে হেতু সাধ্যের ব্যভিচারী হয়। যেখানে সাধ্য নেই সেখানে যদি হেতু থাকে তাহলে সেখানে ব্যভিচার দোষ হয় এবং ব্যভিচারদোষযুক্ত হেতুকে সব্যভিচার বা অনৈকান্তিক হেত্বাভাস বলে। এই হেত্বাভাস তিন প্রকার – সাধারণ সব্যভিচার, অসাধারণ সব্যভিচার এবং অনুপসংহারী হেত্বাভাস। অব্যভিচরিতত্বের অর্থ ব্যাপ্তির পাঁচটি লক্ষণমাত্র বুঝতে হবে। গঙ্গেশাচার্যের পূর্বে কোনো নৈয়ায়িক বা মীমাংসক সম্প্রদায় ছিলেন তাঁরা ব্যাপ্তির লক্ষণ বলতে অব্যভিচরিতত্ব বুঝতেন। অব্যভিচরিতত্ব পদের দ্বারা ব্যাপ্তির এই পাঁচটি লক্ষণ ব্যবহার করতেন। তিনি সেই নৈয়ায়িক বা মীমাংসক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে স্বমত স্থাপন করেছেন। সাধ্যাভাবের অধিকরণে হেতুর বৃত্তিতা থাকলে হেতুটি সাধ্যের ব্যভিচারী হয়, আর হেতুর বৃত্তিতা না থাকলে হেতু সাধ্যের অব্যভিচারী হয়। এভাবে অব্যভিচরিতত্বের দ্বারা হেতুতে সাধ্যের ব্যাপ্তি থাকায় ব্যাপ্তির পাঁচটি লক্ষণকে অব্যভিচরিতত্ব প্রতিপাদ্য বলা হয়েছে।

এখানে প্রশ্ন হয় অব্যভিচরিতত্ববিশেষ যে সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বাদি পাঁচ প্রকার তারা যদি ব্যাপ্তি না হয় তাহলে তাদের ভেদের দ্বারা অব্যভিচরিতত্বের সামান্যভেদ সিদ্ধ হতে পারে। কিন্তু তারা কেন ব্যাপ্তি নয়? এর উত্তরে তিনি বলেছেন – *কেবলান্বয়িন্যভাবাত্*।[৬] অর্থাৎ অব্যভিচরিতত্বপদপ্রতিপাদ্য পাঁচটি লক্ষণের একটিও কেবলান্বয়িসাধ্যক (ইদং বাচ্যং জ্ঞেয়ত্বাত্) অনুমিতিস্থলে যায় না। কেবলান্বয়িসাধ্যক সদ্ধেতুতে লক্ষণগুলির অব্যাপ্তি হয়। ব্যাপ্তি লক্ষণের লক্ষ্য সদ্ধেতু অর্থাৎ ব্যাপ্য হেতু।

৩.৩.১ সিংহ-ব্যাঘ্রোক্তব্যাপ্তিলক্ষণ : এরপর গঙ্গেশোপাধ্যায় সিংহোক্ত ও ব্যাঘ্রোক্ত ব্যাপ্তির দুটি লক্ষণ তুলে ধরেছেন – *সাধ্যাসামানাধিকরণ্যানধিকরণত্বম্, সাধ্যবৈয়ধিকরণ্যানধিকরণত্বম্*।[৭] এই দুটি লক্ষণ সিংহ ও ব্যাঘ্র নামক দুজন নৈয়ায়িকের অভিমত। মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ বলেছেন, আনন্দসূরী ও অমরচন্দ্রসূরী নামক দুজন জৈন নৈয়ায়িকই সিংহ ও ব্যাঘ্র। এদের সময়কাল ১০৯৩ খ্রিস্টাব্দ – ১১৫০ খ্রিস্টাব্দ। সাধ্যের অসামানাধিকরণ্যের অনধিকরণত্ব ব্যাপ্তি। হেতু যদি সাধ্যের ব্যাপ্য হয় তাহলে হেতুতে সাধ্যের সামানাধিকরণ্য থাকে, অসামানাধিকরণ্য থাকে না। সামানাধিকরণ্য এর অর্থ হল অধিকরণবৃত্তিত্ব। ন সামানাধিকরণ্য, অসামানাধিকরণ্য, নঞ্-তৎপুরুষ সমাস। নঞ্ এর অর্থ অভাব। তাহলে অসামানাধিকরণ্য এর অর্থ হবে অধিকরণাবৃত্তিত্ব। সাধ্য পদের যোগ করলে সাধ্যাসামানাধিকরণ্য এর অর্থ হবে **সাধ্যাধিকরণাবৃত্তিত্ব**। আর যদি অধিকরণবৃত্তিত্ব এর সঙ্গে নঞ্-এর অর্থ অভাবের অন্বয় করা হয় তাহলে অসামানাধিকরণ্যের অর্থ হয় অনধিকরণবৃত্তিত্ব। আর সাধ্য পদের যোগ করলে সাধ্যাসামানাধিকরণ্য এর অর্থ হবে **সাধ্যানধিকরণবৃত্তিত্ব**।

সাধ্যাসামানাধিকরণ্য শব্দের প্রথম অর্থ (**সাধ্যাধিকরণাবৃত্তিত্ব**) ধরলে লক্ষণের অর্থ হবে - সাধ্যাধিকরণনিরূপিত অবৃত্তিত্বানধিকরণত্ব। কিন্তু *দ্রব্যং সত্ত্বাত্* এই অসদ্ধেতুক স্থলে অতিব্যাপ্তি হয়ে যায়। সাধ্য

দ্রব্যত্ব, সাধ্যাধিকরণ দ্রব্য, দ্রব্যে সত্তা থাকে। অতএব সাধ্যাধিকরণনিরূপিত অবৃত্তিত্ব সত্তা হেতুতে নেই, তাদৃশ অবৃত্তিত্বের অনধিকরণত্বরূপ থাকার জন্য অতিব্যাপ্তি হল।

সাধ্যসামানাধিকরণ্য শব্দের দ্বিতীয় অর্থ (**সাধ্যানধিকরণবৃত্তিত্ব**) ধরলে লক্ষণের অর্থ হবে – সাধ্যানধিকরণনিরূপিত বৃত্তিত্বানধিকরণত্ব। *দ্রব্যং সত্ত্বাত্* স্থলে সাধ্য দ্রব্যত্ব, সাধ্যানধিকরণ দ্রব্যত্বের অনধিকরণ গুণাদি (গুণ বা কর্ম), তন্নিরূপিত বৃত্তিত্ব সত্তা হেতুতে আছে। অতএব দ্রব্যত্বানধিকরণনিরূপিত বৃত্তিত্বানধিকরণত্ব হেতু সত্তাতে না থাকার জন্য অতিব্যাপ্তি দোষ হল না।

দ্বিতীয় লক্ষণ – *সাধ্যবৈয়ধিকরণ্যানধিকরণত্বম্*। সাধ্যবৈয়ধিকরণ্য অর্থাৎ সাধ্যবদ্ভিন্নবৃত্তিত্ব। সাধ্যবদ্ভিন্নবৃত্তিত্বের অনধিকরণত্ব হেতুতে থাকতে হবে। সেটাই ব্যাপ্তি। *পর্বতো বহ্নিমান্ ধূমাত্* – সাধ্য বহ্নি, সাধ্যবদ্ বহ্নিমত্ পর্বত (চত্বর, গোষ্ঠ, মহানস, অয়োগোলক), সাধ্যবদ্ভিন্ন জলহ্রদ, সাধ্যবদ্ভিন্নবৃত্তিত্ব জলহ্রদবৃত্তিত্ব মীনশৈবালাদিতে থাকে, ধূমে থাকে না। অতএব ধূমে সাধ্যবদ্ভিন্নবৃত্তিত্বের অনধিকরণত্ব থাকায় লক্ষণসঙ্গতি হল কোনো দোষ নেই। আবার *পর্বতো ধূমবান্ বহ্নেঃ* – সাধ্য ধূম, সাধ্যবদ্ ধূমবৎ পর্বত, সাধ্যবদ্ভিন্ন জলহ্রদ যেরকম সেরকম অয়োগোলক, সাধ্যবদ্ভিন্নবৃত্তিত্ব বহ্নিতে থাকে, সাধ্যবদ্ভিন্নবৃত্তিত্বের অনধিকরণত্ব বহ্নিহেতুতে না থাকায় লক্ষণ সঙ্গত হল না, কোনো দোষ নেই।

এই দুটি লক্ষণের দোষ দেখাতে গিয়ে আচার্য গঙ্গেশোপাধ্যায় লক্ষণদুটির শেষে অবস্থিত 'অধিকরণত্ব' (সাধ্যাসামানাধিকরণ্যানধিকরণত্বম্, সাধ্যবৈয়ধিকরণ্যানধিকরণত্বম্) অংশ নিরর্থক মনে করেছেন। তাঁর মতে শেষাংশ বাদ দিলে প্রথম লক্ষণের অর্থ হবে – সাধ্যাসামানাধিকরণ্যাভাব এবং দ্বিতীয় লক্ষণের অর্থ হবে – সাধ্যবৈয়ধিকরণ্যাভাব। এই উভয়বিধ অর্থ তিনি 'সাধ্যানধিকরণানধিকরণত্ব' এই শব্দ দিয়ে বুঝিয়েছেন।[৮] এই দুটি লক্ষণও কেবলান্বয়িসাধ্যক সদ্ধেতুক অনুমিতি স্থলে না যাওয়ায় গঙ্গেশোপাধ্যায় তা স্বীকার করেন না। দুটি লক্ষণই সাধ্যানধিকরণানধিকরণত্ব রূপ। প্রথমলক্ষণে সাধ্যানধিকরণ এর অর্থ হবে সাধ্যাভাববদ্। আর অনধিকরণ এর অর্থ বৃত্তিত্বাভাব বা অবৃত্তিত্ব। অতএব সাধ্যাভাববদ্বৃত্তিত্বাভাব বা সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্ব ব্যাপ্তি। এটি অত্যন্তাভাবঘটিত লক্ষণ। আর দ্বিতীয়লক্ষণে সাধ্যানধিকরণ এর অর্থ হল সাধ্যবদ্ভিন্ন। অতএব সাধ্যবদ্ভিন্নাবৃত্তিত্ব ব্যাপ্তি। এটি অন্যোন্যাভাবঘটিত লক্ষণ। পূর্বপক্ষব্যাপ্তির প্রথম ও পঞ্চম লক্ষণের অনুরূপ লক্ষণ আমরা দেখতে পাচ্ছি। *ইদং বাচ্যং জ্ঞেয়ত্বাত্* – স্থলে লক্ষণ না যাওয়ায় অব্যাপ্তি। কারণ এখানে সাধ্যাভাব ও সাধ্যবদ্ভিন্ন পাওয়া যাবে না।

৩.৩.২ ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকাভাব : মীমাংসা সম্প্রদায়ের কোনো এক আচার্য সোন্দড় উপাধ্যায় ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকাভাব স্বীকার করেন। তাঁর মতে 'ঘটত্বেন পটো নাস্তি' এরূপ ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকাভাব প্রত্যক্ষ হয়। এবিষয়ে প্রত্যক্ষই প্রমাণ। 'ঘটত্বেন পটো নাস্তি' এরকম অভাব অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। এই অভাব পটের অধিকরণেও থাকে। কারণ পটের অধিকরণে পটত্বেন পট থাকলে ঘটত্বেন পট অর্থাৎ ঘটাত্মকরূপে পট থাকে না। ঘটত্বেন পট কোথাও থাকে না বলে তার অভাব পটাধিকরণেও থাকে। অতএব এই অভাব পটাধিকরণ ও অনধিকরণ সর্বত্র বিদ্যমান বলে কেবলান্বয়ী।

'ঘটত্বেন পটো নাস্তি' প্রত্যক্ষসিদ্ধ। সোন্দড় আচার্যের মতে 'ঘটত্বেন পটো নাস্তি' এই অভাবের প্রতিযোগী পট, প্রতিযোগিতা পটনিষ্ঠ, প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ঘটত্ব, ঘটনিষ্ঠ। সুতরাং প্রতিযোগিতার ব্যধিকরণ ঘটত্ব, ঘটত্ব ধর্মের দ্বারা প্রতিযোগিতাটি অবচ্ছিন্ন। তাই এই অভাবকে ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাক অভাব বলা হয়।

কেবলান্বয়ী স্থলেও ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাক অভাব সম্ভব। *ইদং বাচ্যং জ্ঞেয়ত্বাত্* – স্থলে সাধ্য বাচ্যত্ব, তার অভাব (বাচ্যত্বাভাব) কোথাও সম্ভব নয়। কিন্তু ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাক অভাব স্বীকার করে 'সমবায়িতয়া বাচ্যত্বাভাব' স্বীকার করা হয়েছে। সমবায়িত্ব বাচ্যত্বের ব্যধিকরণ ধর্ম। সমবায় সম্বন্ধে বৃত্তিত্বই সমবায়িত্ব। গঙ্গেশোপাধ্যায় এই লক্ষণও স্বীকার করেন না।

৩.৩.৩ সিদ্ধান্তলক্ষণ : উপরিউক্ত পূর্বপক্ষীয় ব্যাপ্তিলক্ষণগুলি খণ্ডন করে তিনি ব্যাপ্তির সিদ্ধান্তলক্ষণ দিয়েছেন – *প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ-যৎসমানাধিকরণাত্যন্তাভাব-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নং যন্ন ভবতি তেন সমং তস্য সামানাধিকরণ্যং ব্যাপ্তিঃ*।[৯] প্রথম যৎ পদ হেতুবাচক, দ্বিতীয় যৎ পদ সাধ্যবাচক। আবার প্রথম তৎ পদ সাধ্যবাচক, দ্বিতীয় তৎ পদ হেতুবাচক। অর্থাৎ প্রতিযোগীর অধিকরণে নেই কিন্তু হেতুর অধিকরণে আছে যে অত্যন্তাভাব, সেই অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নভিন্ন যে সাধ্য, সেই সাধ্যের সঙ্গে হেতুর সামানাধিকরণ্য হল ব্যাপ্তি। *পর্বতো বহ্নিমান্ ধূমাত্* – হেতু ধূমের অধিকরণ পর্বতাদি, পর্বতাদিতে অত্যন্তাভাব ধরব ঘটাভাব, প্রতিযোগী ঘট, প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক = ঘটত্ব, প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন = ঘটত্ববিশিষ্ট ঘট, প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নভিন্ন সাধ্য = বহ্নি, সেই বহ্নির সঙ্গে ধূমের সামানাধিকরণ্য ব্যাপ্তি। অতএব লক্ষণ সঙ্গত হল কোনো দোষ নেই। আবার *পর্বতো ধূমবান্ বহ্নেঃ* – হেতু বহ্নির অধিকরণ (পর্বতাদির ন্যায়) অয়োগোলক। বহ্নির অধিকরণে অত্যন্তাভাব = ঘটাভাব, পটাভাব, সেরকম ধূমাভাব, প্রতিযোগী = ধূম, প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক = ধূমত্ব, প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন = ধূমত্ববিশিষ্ট ধূম, প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নভিন্ন সাধ্য ধূম হবে না। অতএব ধূমের সঙ্গে বহ্নির সামানাধিকরণ্য না থাকায় লক্ষণ সঙ্গত হল না, কোনো দোষ নেই।

উল্লেখপঞ্জি

১. *ন্যায় পরিচয়,* পৃষ্ঠা – ৩৭।
২. *তত্ত্বচিন্তামণি,* প্রত্যক্ষখণ্ড, পৃষ্ঠা – ১।
৩. *তদেব,* অনুমানখণ্ড, পৃষ্ঠা -২৪।
৪. *তদেব,* পৃষ্ঠা – ২৭।
৫. *তদেব,* পৃষ্ঠা – ২৭-৩১।
৬. *তদেব,* পৃষ্ঠা -৩১।
৭. *তদেব,* পৃষ্ঠা – ৪৯।
৮. তদুভয়মপি সাধ্যানধিকরণানধিকরণত্বম্। – *তদেব,* পৃষ্ঠা - ৪৯-৫০।
৯. *তদেব,* পৃষ্ঠা - ১০০।

চতুর্থ অধ্যায়

চিন্তামণিগ্রন্থের টীকা ও টীকাকার

*তত্ত্বচিন্তামণি*গ্রন্থের বহু টীকাকার থাকলেও গবেষণার বিষয়রূপে যেহেতু তিনটি টীকাগ্রন্থ নির্বাচন করেছি তাই প্রথমে টীকা সম্পর্কে আলোচনা করে তারপর টীকাকারদের সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করছি। তিনজন টীকাকার হলেন যথাক্রমে রঘুনাথ শিরোমণি, মথুরানাথ তর্কবাগীশ এবং জগদীশ তর্কালংকার।

৪.০ *দীধিতি* : দীধিতি কথার অর্থ হল আলোক, কিরণ, দীপ্তি। এখানে *দীধিতি* হল ন্যায়শাস্ত্রের গ্রন্থবিশেষ। আলোক যেমন অন্ধকার দূর করে দেয়, সেরকম *দীধিতি* টীকা *তত্ত্বচিন্তামণি*গ্রন্থের গূঢ়রহস্য আমাদের সামনে উন্মোচিত করে। রঘুনাথ শিরোমণির মতই তার টীকার দীপ্তি। *দীধিতি* টীকাটি দেশে বিদেশে সমরূপে সমাদৃত। যদিও *চিন্তামণি*কে অবলম্বন করে *দীধিতি* রচিত, তাহলেও *দীধিতি*তে ন্যায়সম্বন্ধীয় তর্কসমূহ এতটাই নিগূঢ়রূপে বিচার করা হয়েছে যে তা নব্যন্যায় নামে বিখ্যাত হয়েছে। প্রত্যক্ষখণ্ড ও অনুমানখণ্ডের উপর টীকা রচনা করলেও শব্দখণ্ডের টীকা রচনা করেছেন কি না এই নিয়ে মতভেদ আছে। তা ঠিক নয়, শব্দখণ্ডের টীকাও তিনিই রচনা করেছেন। *অনুমানদীধিতি* তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা। মূলত তাঁর খ্যাতি এই গ্রন্থের জন্যই। এই গ্রন্থে ব্যাপ্তি, পক্ষতা, পরামর্শ, হেত্বাভাস প্রভৃতি শাস্ত্রের দুরূহ বিষয়গুলি অত্যন্ত বুদ্ধিদীপ্ততার সাথে আলোচিত হয়েছে। *দীধিতি* টীকা সমগ্র ভারতে বহুলভাবে পঠিত এবং প্রশংসিত। *দীধিতি* না পড়ে নব্যন্যায়ে ব্যুৎপত্তিলাভ একসময়ে অসম্ভব বলে বিবেচিত হত। *দীধিতি* রচনার পরেই নবদ্বীপ ভারতে নব্যন্যায়চর্চার পীঠস্থানরূপে প্রসিদ্ধি অর্জন করে এবং বহুস্থান থেকে শিক্ষার্থীরা এখানে শিক্ষালাভ করার জন্য আসতেন।

৪.১ রঘুনাথ শিরোমণি : চতুর্দশ শতকের মধ্যভাগে গঙ্গেশোপাধ্যায়ের *তত্ত্বচিন্তামণি* গ্রন্থ রচনার পরবর্তী প্রায় পাঁচশত বৎসর পর দুই জন নব্যনৈয়ায়িক নতুন সম্প্রদায় সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন, একজন হলেন পক্ষধর মিশ্র অপরজন হলেন রঘুনাথ শিরোমণি। তার মধ্যে পক্ষধর মিশ্রের সম্প্রদায় খুব একটা প্রচলিত নেই, কিন্তু শিরোমণি সম্প্রদায়ের প্রচলন সমগ্র ভারতে বাঙালি প্রতিভার শ্রেষ্ঠ নিদর্শনরূপে এখনও স্বমহিমায় সমুজ্জ্বল। রঘুনাথের পিতা ছিলেন গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী এবং মাতা সীতাদেবী। মাতামহ শূলপাণি দত্ত। ১৪৭৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৫৪৭ খ্রিস্টাব্দ রঘুনাথের সময়কাল ধরা হয়। মাতা সীতাদেবীর অনুরোধে বাসুদেব সার্বভৌম রঘুনাথকে শিক্ষা দিয়েছিলেন। রঘুনাথ গুরুর কাছে ব্যাকরণ, কাব্য, অভিধান, স্মৃতিশাস্ত্র পড়ার পর ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে লাগলেন। গুরুদেব যা শেখাতেন পরের দিন তা খণ্ডন করে রঘুনাথ গুরুকে নিজমত শোনাতেন। এইভাবে তর্কশাস্ত্রে তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য জন্মাল।

শ্রীচৈতন্যদেব ও রঘুনাথ শিরোমণি দুজনেই বাসুদেব সার্বভৌমের সহাধ্যায়ী শিষ্য ছিলেন এরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে। রঘুনাথের শাস্ত্রীয় বহু সমস্যার সমাধান শ্রীচৈতন্যদেব করে দিয়েছেন। চৈতন্যদেব একখানি টীকাও রচনা করেছিলেন এই মতবাদ *নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত* প্রভৃতি গ্রন্থগুলি থেকে জানা যায়।[১]

রঘুনাথ এক চোখে কাণা ছিলেন। এজন্য পক্ষধর মিশ্রের কাছে অধ্যয়নের জন্য উপস্থিত হলে তার ছাত্ররা রঘুনাথকে ব্যঙ্গ করেছিলেন। রঘুনাথও তাদের প্রত্যুত্তর দিয়েছিলেন। পক্ষধর মিশ্রের টোলের নিয়ম ছিল উঁচু শ্রেণীর ছাত্ররা নীচু শ্রেণীর ছাত্রকে শিক্ষা দেবেন। রঘুনাথ অল্প সময়ের মধ্যেই বুদ্ধিবলে উঁচু শ্রেণীতে সমাসীন হলেন। পক্ষধর মিশ্রের কাছে যাঁরা বুদ্ধিমান ছাত্র ছিলেন তাঁদের একে একে যুক্তিবলে পরাজিত করেছেন রঘুনাথ। তিনি ছাত্রদের সামনে বিমুখ হয়ে শিক্ষা দিতেন। যে ছাত্র তাকে তর্কে সন্তুষ্ট করতে পারবেন তিনি তাঁর সাথে বিচার করবেন। কিন্তু রঘুনাথের তর্কে পক্ষধর মিশ্রকে মুখ ফেরাতে বাধ্য করেছিল। রঘুনাথ পক্ষধর মিশ্রের লেখার দোষ ধরতে লাগলেন। এতে পক্ষধর মিশ্র রাগান্বিত হলেও মনে মনে রঘুনাথের বুদ্ধিকে শ্রদ্ধা করতেন।

৪.২ শিরোমণি উপাধি লাভ : রঘুনাথ মিথিলায় পক্ষধর মিশ্রের সঙ্গে বহু বিচার করে এবং তৎকালীন পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়ে **তার্কিকশিরোমণি** উপাধি লাভ করেন।

৪.৩ শিরোমণির গ্রন্থ : রঘুনাথ শিরোমণি যে গ্রন্থগুলি রচনার দ্বারা নব্যন্যায়বৃক্ষকে সমৃদ্ধ করেছেন সেগুলি যথাক্রমে – *তত্ত্বচিন্তামণিদীধিতি, আখ্যাতবাদ, নঞ্-বাদ, পদার্থখণ্ডন, দ্রব্যকিরণাবলীপ্রকাশদীধিতি, গুণকিরণাবলীপ্রকাশদীধিতি, আত্মতত্ত্ববিবেকদীধিতি, ন্যায়লীলাবতীপ্রকাশদীধিতি, মলিম্লুচবিবেক, খণ্ডনভূষামণি,* প্রভৃতি।

৪.৪ রঘুনাথের চতুষ্পাঠী স্থাপন এবং উপাধি প্রদান : মিথিলা থেকে ফিরে এসে বাসুদেব সার্বভৌমের সাথে আলোচনা করার পর রঘুনাথ চতুষ্পাঠী স্থাপনা করবেন এরকম বাসনা করলেন। সেইসময়ে হরিঘোষ নামে জনৈক ধনী ব্যক্তি রঘুনাথের বাসনা জানতে পেরে দয়াপরবশ হয়ে অর্থসাহায্য করে রঘুনাথের চতুষ্পাঠী স্থাপনে সহায়তা করেছিলেন এবং ভারতবর্ষের নানা প্রান্ত থেকে অনেক ছাত্রের সমাগম হতে লাগল। এবং অত্যন্ত আনন্দের কথা তখন থেকেই নবদ্বীপেই ন্যায়ের উপাধি প্রদান করা হত।

৪.৫ রঘুনাথের অন্যান্য শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য : কাব্যশাস্ত্রেও রঘুনাথের অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। একবার পক্ষধরের চতুষ্পাঠীতে কয়েকজন অধ্যাপক এলে পর জিজ্ঞাসা করলেন ন্যায় ছাড়া আর কোন শাস্ত্রে তোমার পাণ্ডিত্য আছে? উত্তরে রঘুনাথ বললেন –

তর্কেষু কর্কশধিয়ো বয়মেব নান্যে
কাব্যেষু কোমলধিয়ো বয়মেব নান্যে।
তন্ত্রেষু যন্ত্রিতধিয়ো বয়মেব নান্যে
কৃষ্ণেষু সংযতধিয়ো বয়মেব নান্যে।।[২]

এরকম আরও অনেক কাহিনী শোনা যায়।

৪.৬ পরবর্তী দর্শনশাস্ত্রে রঘুনাথের প্রভাব : মথুরানাথ তর্কবাগীশ, জগদীশ তর্কালংকার, গদাধর ভট্টাচার্য, বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন প্রমুখ দার্শনিকেরা তাঁর রচনাশৈলী অবলম্বন করেছেন এবং গ্রন্থমধ্যে তাঁর নামের উল্লেখ করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।[৩] জগদীশ তর্কালংকার, গদাধর ভট্টাচার্য, ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ, রামকৃষ্ণ

ভটাচার্য্য, রঘুনাথ বিদ্যালংকার, কৃষ্ণদাস সার্বভৌম, শ্রীরাম তর্কালংকার প্রমুখেরা *দীধিতি*র উপর টীকা রচনা করে জগদ্বিখ্যাত হয়েছেন। পাশ্চাত্য দার্শনিকগণও রঘুনাথ শিরোমণির ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

৪.৭ *মাথুরী* :- মথুরানাথ তর্কবাগীশ কৃত টীকা নৈয়ায়িকসমাজে *মাথুরী* নামে পরিচিত। টীকাগুলির নাম *রহস্য*। উপনিষদকে যেমন রহস্যবিদ্যা বলা হয়, কিন্তু তাহলেও তার অর্থবোধ হলে মোক্ষপ্রাপ্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সেরকম মথুরানাথের রহস্যটীকা অবগাহন করলে তত্ত্বচিন্তামণি গ্রন্থের যে গূঢ় রহস্য আছে তার উন্মোচন করে যথার্থজ্ঞান লাভে সহায়তা করিয়ে মোক্ষপ্রাপ্তির পথ সুগম করে। ব্যাকরণ পড়তে গেলে যেমন *সূত্র, বার্ত্তিক, ভাষ্য, বৃত্তি, টীকা*র জ্ঞান অপরিহার্য তেমনি নৈয়ায়িকরা মনে করেন মথুরানাথের টীকা ছাড়া কেবল *দীধিতি* টীকার সাহায্যে *তত্ত্বচিন্তামণি* গ্রন্থ সম্যগ্ রূপে অবগত হওয়া যায় না। **প্রথমত**, টীকা রচনার দ্বারা পিত্রাদেশ পালন করেছেন। **দ্বিতীয়ত**, গুরুর উপদেশ ছাড়াই যাতে সকলে *তত্ত্বচিন্তামণি*র সারার্থ অবগত হতে পারেন। এই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। আমার মনে হয় তাঁর এই উদ্দেশ্যে তিনি অনেকটাই সফল। প্রবাদ আছে মথুরানাথের পুত্রের পাঠ শেষ হতে না হতেই মথুরানাথের মৃত্যু হল। তারপর তাঁর পুত্র অন্য গুরুর নিকট পড়তে অস্বীকার করল। তখন তার মা তাকে বোঝাল যে, তিনি তাঁর পিতার (মথুরানাথের) মুখে শুনেছে যে, মথুরানাথ যে সকল রচনা করেছেন সেগুলো যদি অধ্যয়ন করে তাহলে আর অন্য কারো কাছে অধ্যয়ন করতে হবে না। মায়ের মুখে একথা শুনে মথুরানাথের পুত্র পিতার টীকা পড়তে লাগলেন এবং অন্য কোনো গুরুর সাহায্য ছাড়াই টীকাগুলো ভালোভাবে বুঝতে পেরেছিলেন এবং পরবর্তীকালে ন্যায়শাস্ত্রে পারঙ্গম হয়েছিলেন।[২৮] ব্যাপ্তিপঞ্চকের উপর মথুরানাথের *মাথুরী* টীকা এতটাই জনপ্রিয় যে, ভারতের বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর স্তরে ন্যায়বিভাগে পাঠ্যরূপে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। শুধু *ব্যাপ্তিপঞ্চকমাথুরী* নয় আরও গ্রন্থের *মাথুরী* টীকা যদি পাঠ্যবস্তুরূপে গ্রহণ করা হয় তাহলে হয়ত দার্শনিকেরা বিশেষত নব্যনৈয়ায়িকেরা আরও বেশি করে মথুরানাথের প্রতিভার পরিচয় পাবে।

৪.৮ মথুরানাথ তর্কবাগীশ :- মথুরানাথ তর্কবাগীশ হলেন আর একজন বাঙালি পণ্ডিত, যার আবির্ভাবে নব্যন্যায়ের সমৃদ্ধি লাভ ঘটেছিল। তিনিও নবদ্বীপ নিবাসী ছিলেন। তাঁর পিতা শ্রীরাম তর্কালংকারও নৈয়ায়িক ছিলেন। মথুরানাথ বাল্যাবস্থা থেকেই মেধাবী ও শান্ত স্বভাববিশিষ্ট ছিলেন। তার আবির্ভাবকাল ১৫৫০ খ্রিস্টাব্দ। বঙ্গদেশে চারজন মহানৈয়ায়িকের প্রশস্তিশ্লোকে মথুরানাথ তৃতীয় –

> গুণোপরি গুণানন্দী ভাবানন্দী চ দীধিতৌ।
> সর্বত্র মথুরানাথী জাগদীশী ক্বচিৎ ক্বচিৎ।।[৪]

মথুরানাথ আত্মপরিচয় অনুমানখণ্ডের টীকার শুরুতে দিয়েছেন –

> ন্যায়াম্বুধিকৃতসেতুং হেতুং শ্রীরামমখিলসম্পত্তেঃ
> তাতং ত্রিভুবনগীতং তর্কালঙ্কারমাদরান্নত্বা।
> শ্রীমতা মথুরানাথতর্কবাগীশধীমতা
> বিশদীকৃত্য দর্শ্যন্তে দ্বিতীয়মণিফক্কিকা।।[৫]

একইরকম শ্লোক শব্দখণ্ডের প্রারম্ভেও দেখা যায়, শুধু 'দ্বিতীয়' এর জায়গায় 'তুরীয়' শব্দ আছে।[৬]

তিনি প্রথমে ব্যাকরণ ও কাব্য পাঠ শেষ করে পিতার কাছে ন্যায়শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করে রঘুনাথ শিরোমণির শিষ্য হয়েছিলেন এরকম জনশ্রুতি আছে। আচার্য রঘুনাথ শিরোমণি একদিন অধ্যাপনা করছেন, এমন সময়ে একজন আচার্য এসে শিরোমণিকে একটি পূর্বপক্ষ প্রশ্ন করলেন। রঘুনাথ অন্যচিন্তাতে মগ্ন থাকায় সেই আচার্যকে পরে আসতে বললেন। তখন মথুরানাথ গুরুকে উত্তরদানে দেরি দেখে গুরুর সম্মান রক্ষার জন্য সেই আচার্যকে বললেন আপনার প্রশ্নের উত্তর এই, গুরুদেব এখন অন্য চিন্তায় নিমগ্ন আছেন, আপনি পরে এসে ভালো করে শুনে নেবেন। রঘুনাথ শিরোমণি মথুরানাথের এরকম প্রতিভা দেখে মুগ্ধ হলেন এবং মথুরানাথের নাম জিজ্ঞাসা করলেন। এই বৃত্তান্ত তিনি পিতার কাছে এসে বললেন। তখন তিনি *দীধিতি*র টীকা রচনা করছিলেন। মথুরানাথের পিতা বললেন তুমি তোমার *দীধিতি*র টীকা রচনা শেষ করে *তত্ত্বচিন্তামণি*র উপরও একটা টীকা রচনা কর, এতে তোমার এবং তোমার গুরুদেব উভয়েরই প্রতিভার পরিচয় লোকে জানবে। *দীধিতি*র টীকা মথুরানাথ অধ্যয়নকালেই সমাপ্ত করেন। তাঁর পিতা মারা যাওয়ার পর তিনি চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত হলেন। আসলে অধ্যাপনা না করলে জ্ঞান চরিতার্থ করা যাবে না। শুধু অধ্যয়ন করলে হবে না, সেই সাথে অধ্যাপনাও করতে হবে। মথুরানাথের অধ্যাপনার অভিজ্ঞতালব্ধ ফসল *রহস্যটীকা*। তাঁর চতুষ্পাঠীতে বহু ছাত্রের সমাগম হল। অধ্যাপনা করলেও তিনি পিত্রাদেশ ভোলেননি।

৪.৯ মথুরানাথের কৃতি : তিনি *তত্ত্বচিন্তামণি* গ্রন্থের প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ এই চারখণ্ডের উপর *তত্ত্বচিন্তামণিরহস্য* নামক টীকা রচনা করেন। মথুরানাথের টীকা *মাথুরী* নামে প্রচলিত। ঐ সব টীকার সাধারণ নাম *রহস্য*। উপমান খণ্ডের *মাথুরী* টীকা পাওয়া যায় না। এছাড়াও পক্ষধর মিশ্রের *আলোক* টীকার উপর *রহস্য* নামক উপটীকা, *তত্ত্বচিন্তামণিদীধিতি*র উপর *রহস্য* নামক টীকা, *গুণদীধিতিমাথুরী, লীলাবতীপ্রকাশটীকা, দ্রব্যপ্রকাশটীকা, গুণপ্রকাশবিবৃতি, গৌতমসূত্রবৃত্তি, ন্যায়লীলাবতীমাথুরী, সুপশক্তিবাদ* প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলির দ্বারা তিনি নব্যন্যায়ের একটি নবযুগের সূচনা করেছিলেন। *নবদ্বীপ-মহিমা* গ্রন্থে দেখানো হয়েছে মথুরানাথের টীকা রঘুনাথের টীকা অপেক্ষা নিকৃষ্ট।[৭] কিন্তু আমার তা মনে হয় না। কারণ, পরবর্তীকালে অধ্যাপকগণ যেভাবে *মাথুরী* টীকাকে সাদরে গ্রহণ করেছেন তাতে তার উৎকৃষ্টতারই পরিচয় পাওয়া যায়। তাছাড়া দুটি টীকাই আপন প্রতিভায় সমুজ্জ্বল।

মথুরানাথ শেষ জীবনে কাশীতে বসবাস করতেন। মথুরানাথের আর একটি পরিচয় পাওয়া যায় যে, তিনি জ্যোতিষশাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন। তিনি জ্যোতিষশাস্ত্রবলে নিজের মৃত্যুকাল আসন্ন জেনে অনেক অর্থ ব্যয় করে তাড়াতাড়ি করে নৌকাতে চেপে কাশীধামে আসেন এবং পরলোক গমন করেন। এই সময় তিনি তার অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান থেকে বলেছেন যে, আমি *মুক্তিবাদে*র টীকায় মুক্তির প্রতি জ্ঞানকেই কারণ বলেছি, সেটা আমার ভুল ছিল এমন নয়, অর্থও মুক্তির প্রতি একটি অন্যতম কারণ। অর্থ না থাকলে আমি এত তাড়াতাড়ি কাশীধামে আসতে পারতাম না। কতটা শাস্ত্রনিষ্ঠ তিনি ছিলেন তার পরিচয় পাওয়া যায়।

আমরা যদি মথুরানাথের চরিত্র বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখবো *ব্যাপ্তিপঞ্চকের* প্রথম লক্ষণে তিনি যেভাবে নিবেশ করে করে লক্ষণটিকে নির্দোষ করে তুলতে চেয়েছেন তাতে মনে হয় তিনি অসাধ্য সাধনে পিছু হটার পাত্র একেবারেই ছিলেন না। তাঁর সাহস, প্রচেষ্টা এবং বুদ্ধিবল অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ছিল। এছাড়াও মথুরানাথের গ্রন্থ উপস্থাপন করার শক্তি অসাধারণ ছিল। তিনি আকাঙ্ক্ষানুসারে কথা বলতে বেশি পছন্দ করতেন। যদিও তিনি রঘুনাথের দেখানো পথে টীকা রচনা করেছেন তাহলেও টীকামধ্যে তিনি যথেষ্ট স্বাধীনতা দেখিয়েছেন। তাঁর দীর্ঘজীবন তিনি ন্যায়চিন্তার মধ্য দিয়েই অতিবাহিত করেছেন।

৪.১০ *জাগদীশী* :- জগদীশ তর্কালংকার প্রণীত টীকা *জাগদীশী* নামে প্রসিদ্ধ। গবেষণার বিষয়রূপে যে তিনটি টীকাগ্রন্থ নির্বাচন করেছি তার মধ্যে *জাগদীশী* টীকাটি *দীধিতি* টীকার উপর রচিত। জগদীশ অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন বলেই তাঁর চতুষ্পাঠীতে অনেক ছাত্রের সমাগম হয়েছিল। তৎকালীন সময়ে পূর্ববঙ্গে অনেক চতুষ্পাঠী ছিল। সেখানেও তারা ন্যায় চর্চা করত। কিন্তু নবদ্বীপে জগদীশের চতুষ্পাঠীতে এসে উপাধি গ্রহণ করত। পূর্ববঙ্গীয় ছাত্ররা অনেক সময় ভুল ব্যাখ্যা শিখে আসত এবং *দীধিতি* টীকাও সহজে বুঝতে পারত না। জগদীশ তর্কালংকার এইসব কারণে বোধহয় *দীধিতি*র উপর টীকা রচনা করার পরিকল্পনা করেছিলেন। টীকা লেখার সঙ্কল্প করলেও তাঁর সংসার চলত না। আর শান্ত মনে চিন্তা করতে না পারলে টীকা লেখার কাজও সুগম হবে না। তখনকার দিনে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ছাত্র ছাড়া পড়ানো হত না। তাই তিনি অর্থাভাব দূর করার জন্য এক অভিনব উপায় বের করলেন। ব্রাহ্মণাদি ছাড়াও অন্য জাতির ছাত্র অর্থাৎ শূদ্র ছাত্র পড়াতে লাগলেন। আর জগদীশ তর্কালংকারের মত গুরু পেতে কে না চায়? কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর প্রচুর ছাত্র হল। তিনি প্রায় ৩৬০ ঘর শিষ্য করলেন। নিয়ম ছিল প্রত্যেক শিষ্য একদিন করে জগদীশের সংসার চালাবে। ছাত্ররাও অত্যন্ত খুশির সঙ্গে একদিন করে তাঁর সংসার চালাত। এবং জগদীশও নিশ্চিন্ত হয়ে শাস্ত্র রচনা করতে লাগলেন।

৪.১১ জগদীশ তর্কালংকার : জগদীশ তর্কালংকার হলেন আর একজন বাঙালি নৈয়ায়িক, যার আবির্ভাবে নব্যন্যায়দর্শন ফলে ফুলে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল। তার আবির্ভাবকাল ১৫৫০ – ১৬০০ খ্রিস্টাব্দ। শ্রীচৈতন্যদেবের দ্বিতীয়া পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়ার পিতা সনাতন মিশ্রের প্রপৌত্র (চতুর্থ পুরুষ) যাদবচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের পুত্র হলেন জগদীশ তর্কালংকার। যাদবচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ একজন নৈয়ায়িক ছিলেন। তাঁর পূর্বপুরুষেরা সকলে মৈথিল উপাধি মিশ্র নামে পরিচিত ছিলেন। যাদবের সময় থেকেই এই বংশের মিশ্র নাম লুপ্ত হয়। যাদবের পাঁচজন পুত্রের মধ্যে জগদীশ তৃতীয়। জগদীশের যখন পাঁচ বা সাত বৎসর বয়স তখন তাঁর পিতা মারা যান। তাঁকে লালনপালন করতে থাকেন তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ষষ্ঠীদাস। পিতার মৃত্যুতে ষষ্ঠীদাস চৈতন্যের সেবা করে কোনোরকমে সংসার চালাতেন। আর জগদীশও বাল্যকালে অত্যন্ত অবাধ্য ছিলেন। যার জন্য ষষ্ঠীদাস মাঝে মধ্যে জগদীশকে তিরস্কার করতেন।

৪.১২ জগদীশের ন্যায়চর্চা : ব্যাকরণ ও কাব্যপাঠ শেষ করে তিনি ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশের চতুষ্পাঠীতে ন্যায়শিক্ষার জন্য প্রবেশ করলেন। তাঁর টোলে বহু ছাত্র ছিলেন। সব ছাত্রকে সরাসরি পড়াতে পারতেন না। উঁচু শ্রেণীর ছাত্ররা নীচু শ্রেণীর ছাত্রদের পড়াতেন। প্রথমে জগদীশকে তিনি চিনতে না পারলেও পরবর্তীকালে

জগদীশের অসামান্য তর্কশক্তিই তাকে চিনিয়ে দিয়েছিল। একদিন আচার্য ভবানন্দ বাড়ির ভেতর সন্ধ্যাহ্নিক করছিলেন আর সেইসময় টোলের এক ছাত্রের সঙ্গে জগদীশের তর্ক আরম্ভ হয়। বিচারে মুগ্ধ হয়ে সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় তাঁর স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন ছেলেটি কে? তখন জানতে পারলেন যে, সে হল জগা। তারপর থেকে জগদীশকে তিনি অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে পড়াতেন এবং ক্রমে জগদীশ হয়ে উঠলেন চতুষ্পাঠীর প্রধান ছাত্র।[৮] জগদীশ পাঠ শেষ করেই তর্কালংকার উপাধিতে ভূষিত হলেন এবং নবদ্বীপেই চতুষ্পাঠী করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। কিন্তু অর্থের অভাবে সে বাসনা তার পূর্ণ হল না। পরবর্তীকালে গ্রামের লোকেদের সাহায্যে তিনি চতুষ্পাঠী নির্মাণ করলেন।

৪.১৩ জগদীশের রচনা : জগদীশ তর্কালংকার রঘুনাথ শিরোমণি কৃত *দীধিতি*র উপর টীকা *জাগদীশী* টীকা রচনা করেন, যা *দীধিতি* টীকার পরিপূর্ণতা প্রদান করেছে। তার রচিত গ্রন্থগুলি হল – *প্রত্যক্ষময়ূখ, অনুমানময়ূখ, উপমানময়ূখ* ও *শব্দময়ূখ*। এছাড়া *অনুমানময়ূখ* গ্রন্থের ভাষ্যের টিপ্পনী। প্রশস্তপাদাচার্যের বৈশেষিকশাস্ত্রীয় দ্রব্যভাষ্যের টিপ্পনী। শিরোমণি প্রণীত *ন্যায়লীলাবতীপ্রকাশ-দীধিতি* গ্রন্থের উপর *ন্যায়লীলাবতীদীধিতিটীকা*। শঙ্করাচার্যকৃত *আনন্দলহরী* স্তোত্রের টীকা। এছাড়াও তিনি *মুক্তিবিচার* গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি দুটো মৌলিক গ্রন্থ রচনা করে তর্কশক্তির চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন। গ্রন্থদুটি হল – *শব্দশক্তিপ্রকাশিকা* ও *তর্কামৃতম্*। এই শব্দশক্তিপ্রকাশ করাতেই নৈয়ায়িক সমাজে তিনি শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য হয়েছেন। জগদীশ সম্পর্কে এরকম প্রবাদ প্রচলিত আছে – *জগদীশস্য সর্বস্বং শব্দশক্তিপ্রকাশিকা*।[৯]

তিনি তৎকালীন নবদ্বীপে জগদ্গুরু আখ্যা লাভ করেছিলেন। তিনি ন্যায় ও ব্যাকরণ শাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। জগদীশ তর্কালংকার সম্পর্কে প্রচলিত শ্লোক –

আদৌ জগা জগুঃ পশ্চাৎ জগচ্চ তদনন্তরম্।
ইদানীং জ্ঞানসম্পত্ত্যাং জগদীশায়তে জগা।।[১০]

জগদীশ আবার মথুরানাথের শিষ্য ছিলেন এরকম প্রবাদ শোনা যায়। জগদীশের দুই পুত্র – রঘুনাথ ও রুদ্রেশ্বর। রঘুনাথ *সাংখ্যতত্ত্ববিলাস* নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এছাড়া *অনুমানচিন্তামণি*র উপর *পরামর্শ* নামক একটি টীকা রচনা করেন।

উল্লেখপঞ্জি

১. *শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত*, পৃষ্ঠা – ২৭১।
২. *নবদ্বীপ-মহিমা*, পৃষ্ঠা – ১৪০।
৩. অভিবন্দ্য মুহুঃ সমাদরাৎ পদপাথোজযুগং মুরদ্বিষঃ।
বিবৃণোতি গদাধরঃ সুধীরতিদুর্বোধগিরঃ শিরোমণেঃ।। *গাদাধরী*, পৃষ্ঠা – ১।
৪. *বঙ্গে নব্যন্যায়চর্চা*, পৃষ্ঠা – ১৫৩।
৫. *তত্ত্বচিন্তামণিঃ*, অনুমানখণ্ড, পৃষ্ঠা -১।

৬. তদেব, শব্দখণ্ড, পৃষ্ঠা -১।

৭. *নবদ্বীপ-মহিমা*, পৃষ্ঠা – ১৫১।

৮. *তদেব*, পৃষ্ঠা - ১৬৮।

৯. *তদেব*, পৃষ্ঠা - ১৭১।

১০. *ব্যাপ্তিপঞ্চক* গ্রন্থের ভূমিকা, সম্পা. গঙ্গাধর কর।

পঞ্চম অধ্যায়

দীধিতি, মাথুরী ও *জাগদীশী* অবলম্বনে ব্যাপ্তির স্বরূপ

এই অধ্যায়ে পূর্বপক্ষব্যাপ্তি এবং সিদ্ধান্তব্যাপ্তির স্বরূপ বিষয়ে তিনজন টীকাকার কীভাবে তাদের মত তুলে ধরেছেন তা দেখানোর চেষ্টা করেছি।

৫.০ *দীধিতি, মাথুরী* ও *জাগদীশী* অবলম্বনে পূর্বপক্ষীয় ব্যাপ্তির স্বরূপ : *দীধিতি*কার রঘুনাথ শিরোমণি গঙ্গেশোপাধ্যায়ের দেখানো পথেই ব্যাপ্তির স্বরূপ নির্ণয় করতে প্রয়াসী হয়েছেন। ব্যাপ্তিগ্রহের উপায় প্রতিপাদনের হেতু ব্যাপ্তির স্বরূপ নিরূপণের প্রাসঙ্গিকতা তিনি দেখিয়েছেন। গঙ্গেশোপাধ্যায় কৃত অব্যভিচরিতত্বরূপ পূর্বপক্ষব্যাপ্তির দোষ প্রদর্শন করেছেন। অর্থাৎ *তত্ত্বচিন্তামণি*কার প্রথম লক্ষণ থাকা সত্ত্বেও কেন দ্বিতীয় লক্ষণ করেছেন তার উত্তর *দীধিতি*কার দিয়েছেন। দ্বিতীয় লক্ষণের উদ্দেশ্য –অব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যক সন্দেতুক অনুমিতিস্থলে (*অয়ং কপিসংযোগী এতদ্বৃক্ষত্বাত্*) প্রথম লক্ষণের অব্যাপ্তি আশঙ্কা করে দ্বিতীয় লক্ষণে 'সাধ্যবদ্ভিন্ন' পদটির নিবেশ করা হয়েছে। দ্বিতীয় লক্ষণ থাকা সত্ত্বেও তৃতীয় লক্ষণ করার উদ্দেশ্য হল যে, দ্বিতীয় লক্ষণে একটি নিয়ম স্বীকার করা হয়েছে যেটা সর্ববাদীসম্মত নয়। নিয়মটি হল – অধিকরণভেদে অভাব ভিন্ন ভিন্ন হয়। তাই তৃতীয় লক্ষণ করা হয়েছে। চতুর্থ লক্ষণের উদ্দেশ্য – *বহ্নিমান্ ধূমাত্* প্রভৃতি সন্দেতুস্থলে তৃতীয় লক্ষণটি যায় না। সাধ্যবৎ পর্বত, চত্বর, গোষ্ঠ, মহানস প্রভৃতি। যে অন্যোন্যাভাবে সাধ্যবৎ প্রতিযোগী অর্থাৎ 'পর্বতো ন' এরূপ বহ্নিমদ্ভেদ ধরলে পর্বতভেদ, চত্বরভেদ এরা সকলেই বহ্নিমদ্ভেদ। এখানে প্রতিযোগী পর্বতভেদ। সেই অন্যোন্যাভাবের অধিকরণ চত্বর বা মহানস। তদধিকরণনিরূপিতবৃত্তিতার অভাব হেতু ধূমে থাকে না। এজন্য চতুর্থ লক্ষণ করা হয়েছে। পঞ্চম লক্ষণের উদ্দেশ্য – চতুর্থ লক্ষণে সকল অধিকরণের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু যেখানে সাধ্যাভাবের অধিকরণ নানা নয়, এক সেখানে সাকল্য অপ্রসিদ্ধ। এজন্য পঞ্চম লক্ষণ করা হয়েছে। *দ্রব্যং পৃথিবীত্বাত্* ইত্যাদি একব্যক্তিকসাধ্যক স্থলে লক্ষণ সমন্বয় হয় না। কারণ এই স্থলে সাধ্য দ্রব্যত্ব এক হওয়ায় সকল সাধ্য অপ্রসিদ্ধ। ফলস্বরূপ সকলসাধ্যাভাববন্নিষ্ঠাভাবপ্রতিযোগিত্বও অপ্রসিদ্ধ হয়ে যায়। সন্দেতুস্থলে লক্ষণ না যাওয়ায় অব্যাপ্তি। এছাড়াও *তদ্রূপাভাববান্ তদ্রসাভাবাত্* স্থলে সাধ্য তদ্রূপাভাব, সাধ্যাভাব তদ্রূপাভাবাভাব = তদ্রূপ, সাধ্যাভাবাধিকরণ তদ্রূপবান্। এখানে অধিকরণ এক, নানা নয়। এভাবে তিনি প্রতিটি লক্ষণের প্রয়োজনীয়তা দেখিয়েছেন।

এরপর রঘুনাথ শিরোমণি সিংহোক্ত ও ব্যাঘ্রোক্ত নামক দুটি ব্যাপ্তিবিষয়ে আলোচনা করেছেন। সিংহব্যাপ্তির লক্ষণ *তত্ত্বচিন্তামণি*কার বলেছেন – *সাধ্যাসামানাধিকরণ্যানধিকরণত্বম্*[১] অর্থাৎ সাধ্যের অসামানাধিকরণ্যের অনধিকরণত্বই ব্যাপ্তি। 'সাধ্যাসামানাধিকরণ্য' এর অর্থ *দীধিতি*কার অন্যভাবে ব্যাখ্যা করেছেন – 'সাধ্যম্ অসমানাধিকরণং যস্য, তস্য ভাবঃ সাধ্যাসামানাধিকরণ্যম্।' এখানে বহুব্রীহি সমাস করে ভাব অর্থে ষ্যঞ্ প্রত্যয় করা হয়েছে। সাধ্যম্ অসমানাধিকরণং যস্য = সাধ্যাসমানাধিকরণম্, সাধ্যাসমানাধিকরণ + ষ্যঞ্ = সাধ্যাসামানাধিকরণ্যম্। অতএব সাধ্যাসামানাধিকরণ্যের অনধিকরণত্ব ব্যাপ্তি। *পর্বতো বহ্নিমান্ ধূমাত্* – এই স্থলে ধূমের অসমানাধিকরণ বহ্নি নয়, কিন্তু জলহ্রদাদিতে যে মীনাদি থাকে তার অসমানাধিকরণ বহ্নি।

সুতরাং সাধ্য যার অসমানাধিকরণ, তার ভাব (ধর্ম) মীনাদিতে থাকে, ধূমে থাকে না। ঐরূপ ধর্মের অনধিকরণত্ব ধূমে থাকায় লক্ষণ সমন্বয় হয়। *ধূমবান্ বহ্নেঃ* – স্থলে সাধ্য ধূম তপ্তলৌহপিণ্ডে যে বহ্নি তার অসমানাধিকরণ। সাধ্য যার অসমানাধিকরণ তা হল তপ্তলৌহপিণ্ডে অবস্থিত বহ্নি। তার ভাব ঐ বহ্নিতে থাকায়, অনধিকরণত্ব না থাকায় লক্ষণ সমন্বয় না হওয়ায় অতিব্যাপ্তিও হল না।

'সাধ্যম্ অসমানাধিকরণং যস্য' এর যদি 'সাধ্য অনধিকরণবৃত্তি যার' এই অর্থ করা হয় তাহলে সাধ্যসামানাধিকরণ্য পদের অর্থ হবে যার অনধিকরণ বৃত্তি সাধ্য তার ধর্ম হবে। কিন্তু এই অর্থ গ্রহণ করলেও 'দ্রব্যং সত্ত্বাত্' – অসদ্ধেতুক স্থলে লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হবে। আবার *সত্তাবান্ দ্রব্যত্বাত্* – এই সদ্ধেতু স্থলে লক্ষণের অব্যাপ্তি হয়। কারণ দ্রব্যত্বের অনধিকরণ গুণে সাধ্য সত্তা বিদ্যমান। অতএব দ্রব্যত্বকে সাধ্যসমানাধিকরণরূপে গ্রহণ করা যায়। তাহলে দ্রব্যত্বে সাধ্যসামানাধিকরণ্য থাকবে, সাধ্যসামানাধিকরণ্যের অনধিকরণত্ব থাকবে না। অতএব লক্ষণ সমন্বয় না হওয়ায় অব্যাপ্তি।

আর যদি অসমানাধিকরণ পদের অধিকরণে অবৃত্তি অর্থ স্বীকার করা হয় তাহলে অর্থ হবে – যার অধিকরণে অবৃত্তি সাধ্য তার ধর্ম। এরকম অর্থ করলে পূর্বোক্ত অতিব্যাপ্তি ও অব্যাপ্তি দোষ নিবারিত হতে পারে। কিন্তু এভাবে ব্যাখ্যা করলেও *গুণকর্মান্যত্ববিশিষ্টসত্তাবান্ জাতেঃ* – এই অসদ্ধেতু স্থলে লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয়। সাধ্য হল গুণকর্মান্যত্ববিশিষ্টসত্তা অর্থাৎ গুণকর্মভেদসমানাধিকরণসত্তা। সত্তা দ্রব্য, গুণ ও কর্মে থাকে। আবার জাতি দ্রব্য, গুণ ও কর্মে থাকে। তাই হেতু ব্যভিচারী। জাতি সাধ্যাসমানাধিকরণ হয় না। কারণ জাতির অধিকরণে যদি সাধ্য গুণকর্মান্যত্ববিশিষ্টসত্তা অবৃত্তি হয় তাহলে জাতি সাধ্যাসমানাধিকরণ হবে। গুণকর্মান্যত্ববিশিষ্টসত্তার অধিকরণ গুণ বা কর্ম নয়, তাহলেও গুণনিরূপিত বা কর্মনিরূপিত বৃত্তিত্ব সত্তাতে থাকে। নিয়ম আছে যে – *বিশিষ্টং শুদ্ধাৎ নাতিরিচ্যতে* অর্থাৎ বিশিষ্টসত্তা শুদ্ধসত্তা থেকে অতিরিক্ত নয়। অতএব জাতির অধিকরণনিরূপিত অবৃত্তিত্ব গুণকর্মান্যত্ববিশিষ্টসত্তাতে না থাকাতে জাতি সাধ্যাসমানাধিকরণ হয়, সাধ্যাসামানাধিকরণ্যের অনধিকরণত্বরূপ ব্যাপ্তি জাতিতে থাকায় অতিব্যাপ্তি হল।

এই দোষ নিবারণের জন্য 'সাধ্যাসমানাধিকরণ' এর অর্থ করতে হবে – যার অধিকরণ সাধ্যের অনধিকরণ। তাহলে *গুণকর্মান্যত্ববিশিষ্টসত্তাবান্ জাতেঃ* – স্থলে অতিব্যাপ্তি হয় না। 'সাধ্যাসামানাধিকরণ্যানধিকরণত্ব' এই লক্ষণের যদি যার অধিকরণ সাধ্যের অনধিকরণ তত্ত্বানধিকরণত্ব এরকম অর্থ করা হয় তাহলেও নির্দোষ হয় না। কারণ *পর্বতো ধূমবান্ বহ্নেঃ* – এই স্থলে অতিব্যাপ্তি হবে। যার অধিকরণ সাধ্যের অনধিকরণ করলে মীনাদিকে পাওয়া যাবে। মীনাদিগত তত্ত্ব এখানে সাধ্যাসামানাধিকরণ্য। মীনাদিগত সাধ্যাসামানাধিকরণ্যানধিকরণত্ব বহ্নিতে বিদ্যমান, অতএব অতিব্যাপ্তি। যদি বলা হয় যে, যে ব্যক্তির অধিকরণ সাধ্যের অনধিকরণ তত্তদ্ব্যক্তিত্ব সাধ্যাসামানাধিকরণ্য। এভাবে যত সাধ্যাসামানাধিকরণ্য আছে তাদের প্রত্যেকের অনধিকরণত্ব ব্যাপ্তি। সাধ্যানধিকরণ এর অর্থ কিন্তু সাধ্যাধিকরণভিন্ন বা সাধ্যবদ্ভিন্ন নয় কিন্তু সাধ্যনিষ্ঠ আধেয়তার অনিরূপক অধিকরণ।[২] *সাধ্যবৈয়ধিকরণ্যানধিকরণত্বম্*[৩] এই দ্বিতীয় লক্ষণের অর্থ সাধ্যবদ্ভিন্নাবৃত্তিত্বানধিকরণত্ব । অতএব দুটি লক্ষণে পুনরুক্তি দোষ নেই।

এরপর রঘুনাথ শিরোমণি ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্ন উভয়াভাবঘটিত ব্যাপ্তির ১৪ প্রকার লক্ষণ দিয়েছেন, তার মধ্যে দুটো লক্ষণ সোন্দড় নৈয়ায়িক, চক্রবর্ত্তী নৈয়ায়িকের তিনটি লক্ষণ, প্রগল্ভাচার্যের তিনটি, মিশ্র নৈয়ায়িকের তিনটি এবং সার্বভৌম নৈয়ায়িকের তিনটি লক্ষণ।

দীধিতিকারের দেখানো পথেই মথুরানাথ তর্কবাগীশ হেঁটেছেন। কিন্তু ব্যাখ্যা পদ্ধতিতে মথুরানাথ অনেক বেশি স্বতন্ত্র। তিনি টীকাতে দেখিয়েছেন অব্যভিচরিতত্বরূপ ব্যাপ্তির পাঁচটি লক্ষণের বিভিন্ন অনুমিতি স্থলে লক্ষণগুলি প্রয়োগ করলে যে সকল দোষ দেখা যায় তা লক্ষণগুলির প্রয়োজন অনুসারে পরিবর্তন করলে দোষ পরিহার করা সম্ভব। লক্ষণের মধ্যে শব্দ নিবেশ করতে করতে লক্ষণগুলিকে প্রায় দোষমুক্ত করার প্রচেষ্টা তিনি দেখিয়েছেন। যেমন *সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বম্*[৪] এই প্রথম লক্ষণে নিবেশ এরকম করেছেন – ‘হেতুতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন-হেত্বধিকরণতানিরূপিত-প্রতিযোগিতাক-হেতুতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-আধেয়তানিরূপিত-বিশেষণতাবিশেষসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্যতাবচ্ছেদকেতরধর্মানবচ্ছিন্ন-সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন-সাধ্যনিষ্ঠপ্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাবত্ববিশিষ্টনিরূপিতা যা সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাববৃত্তি সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সংসর্গকনিরবচ্ছিন্না-ধিকরণতাশ্রয়নিরূপিত-হেতুতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-বৃত্তিতাত্বেরধর্মানবচ্ছিন্ন-বৃত্তিতাত্বাবচ্ছিন্ন-বৃত্তিত্বনিষ্ঠ-প্রতিযোগিতাকাভাবো ব্যাপ্তিঃ’। এভাবে ব্যাপ্তির প্রথম লক্ষণে শব্দ নিবেশ করেছেন। এখানেই মথুরানাথের স্বকীয়তা। তৃতীয় লক্ষণের সাথে পঞ্চম লক্ষণের ভেদ আলোচনা করেছেন। পঞ্চমলক্ষণে সাধ্যবত্ত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকান্যোন্যাভাববত্ত্ব রূপে নিবেশ আছে এবং তৃতীয় লক্ষণে সাধ্যবত্ত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাকান্যোন্যাভাবাধিকরণত্ব রূপে নিবেশ আছে। এভাবে পাঁচটি লক্ষণের সার্থকতা প্রতিপাদন করেছেন।

সিংহ-ব্যাঘ্রোক্ত ব্যাপ্তির আলোচনাতে মথুরানাথ দেখিয়েছেন ‘সাধ্যাসামানাধিকরণ্য’ এর অর্থ হল সাধ্যাধিকরণবৃত্তিত্বাভাব। এরকম অর্থ না ধরলে *দ্রব্যং সত্ত্বাত্* স্থলে অতিব্যাপ্তি হবে। মথুরানাথের মতে সাধ্যাধিকরণকে সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন-সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নরূপে ধরতে হবে।[৫] তা না হলে *গুণকর্মান্যত্ববিশিষ্টসত্তাবান্ জাতেঃ* স্থলে অতিব্যাপ্তি হবে। আর ‘সাধ্যবৈয়ধিকরণ্য’ এর অর্থ করেছেন সাধ্যবদ্ভিন্নবৃত্তিত্ব। যদি সাধ্যবদবৃত্তিত্ব অর্থ করা হত তাহলে *দ্রব্যং সত্ত্বাত্* স্থলে অতিব্যাপ্তি হত।

এরপর ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্নাভাব স্বীকারকারী আচার্য সোন্দড়ের মতের আলোচনা করেছেন। তিনি ‘ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্নাভাব’ এর অর্থ করেছেন স্বাধিকরণাবৃত্তিধর্মাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকাভাব। ‘স্ব’ পদের অর্থ প্রতিযোগিতা। তারপর প্রশ্ন তুলেছেন ব্যধিকরণধর্মের যদি প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্ব না বোঝা যায় তাহলে গবি শশশৃঙ্গং নাস্তি এখানে কীরকম অন্বয়বোধ হবে। গোতে শশশৃঙ্গ নেই এরকম প্রত্যক্ষপ্রতীতি অপ্রসিদ্ধ।

জগদীশ তর্কালংকার *জাগদীশী* টীকাতে *দীধিতি* টীকার বিস্তৃত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। *জাগদীশী দীধিতি*র পরিপূরক। তিনি বলেছেন ব্যাপ্তিগ্রহের উপায় জানতে হলে ব্যাপ্তিজ্ঞান অবশ্যই জানতে হবে – *ব্যাপ্তিজ্ঞানং বিনা অয়ং ব্যাপ্তিগ্রহোপায় ইতি জ্ঞাতুমশক্যত্বাদ্ব্যাপ্তেস্তত্র বিশেষণত্বাদিতি ভাবঃ*।[৬] পূর্বপক্ষরূপ ব্যাপ্তিপঞ্চকোক্ত ব্যাপ্তিলক্ষণের বিচার স্বভঙ্গিতে করেছেন। দীধিতির মতের সমর্থনে হেতু দেখিয়েছেন। যেমন দ্বিতীয় লক্ষণের

সাধ্যপদের অর্থ কি হবে এই নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। তৃতীয় লক্ষণের ব্যাখ্যাতে 'কপিসংযোগী এতদ্বৃক্ষত্বাত্' স্থলে অব্যাপ্তি প্রদর্শন করেছেন। চতুর্থলক্ষণের ব্যাখ্যাতে 'দ্রব্যং পৃথিবীত্বাত্' স্থলে অব্যাপ্তি প্রদর্শন করেছেন। এছাড়াও সাকল্য কার বিশেষণ হওয়া উচিত এই নিয়েও বিস্তর আলোচনা করেছেন। পঞ্চমলক্ষণের অন্যোন্যাভাব নিয়ে আলোচনা করেছেন।

৫.১ *দীধিতি, মাথুরী* ও *জাগদীশী* অবলম্বনে সিদ্ধান্তব্যাপ্তির স্বরূপ :

৫.১.১ **দীধিতোক্ত সিদ্ধান্তব্যাপ্তির স্বরূপ :** সিদ্ধান্তলক্ষণের প্রতিপদসঙ্গতি আলোচনা করেছেন *দীধিতি*কার। *তত্ত্বচিন্তামণি*স্বীকৃত সিদ্ধান্তলক্ষণের 'যৎসমানাধিকরণ' পদের অর্থ *দীধিতি*কার 'যদ্রূপবিশিষ্টসমানাধিকরণ' এরকম করেছেন। তা নাহলে *ইদং দ্রব্যং গুণকর্মান্যত্বে সতি সত্ত্বাত্* স্থলে অব্যাপ্তি হবে। তারপর লক্ষণঘটক অভাবে যদি 'প্রতিযোগ্যসামানাধিকরণ্য' পদ না দেওয়া হয় তাহলে 'কপিসংযোগী এতদ্বৃক্ষত্বাত্' স্থলে অব্যাপ্তি হবে। প্রতিযোগিব্যধিকরণ এর কল্পত্রয় আলোচনা করেছেন। গঙ্গেশোপাধ্যায় সিদ্ধান্তলক্ষণ করার পরও 'কালো ঘটবান্ মহাকালত্বাত্' এই স্থলে অব্যাপ্তি হয়ে যায়, সেইজন্য *দীধিতি*কার সম্বন্ধধর্মিক-উভয়াভাবঘটিত লক্ষণ[৭] বলে প্রতিযোগিতাধর্মিক উভয়াভাবঘটিতলক্ষণ করেছেন – *প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধেন প্রতিযোগ্যনধিকরণভূত-হেত্বধিকরণবৃত্ত্যভাবীয়প্রতিযোগিতাসামান্যে যৎসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব-যৎধর্মাবচ্ছিন্নত্ব-উভয়াভাবস্তেন সম্বন্ধেন তদ্ধর্মাবচ্ছিন্নসামানাধিকরণ্যং ব্যাপ্তিঃ*।[৮] *ন্যায়সিদ্ধান্তমুক্তাবলী*তেও বিশ্বনাথ এরকম আলোচনা করেছেন। তাহলে *কালো ঘটবান্ মহাকালত্বাত্* স্থলে হেত্বধিকরণবৃত্তি অভাব পদে 'সমবায়সম্বন্ধে ঘটাভাব' এরকম অভাব ধরতে পারব, তাদৃশ অভাবীয়প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ সমবায়সম্বন্ধে ঘটের (প্রতিযোগীর) অনধিকরণ হেত্বধিকরণ মহাকাল হবে। তদ্বৃত্তি ঘটাভাবীয়প্রতিযোগিতাতে যদিও সাধ্যতাবচ্ছেদকীভূত ঘটত্বাবচ্ছিন্নত্ব আছে কিন্তু সাধ্যতাবচ্ছেদকীভূতকালিকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব না থাকার জন্য উভয়াভাব পাওয়া যাবে। এভাবে কালিকসম্বন্ধে ঘটত্বাবচ্ছিন্নের (ঘটের) সামানাধিকরণ্য মহাকালে চলে যাবে, লক্ষণ সমন্বয় হয়ে যাবে, কোনো দোষ হবে না।

৫.১.২ মথুরানাথোক্ত সিদ্ধান্তব্যাপ্তির স্বরূপ : সিদ্ধান্তলক্ষণের আলোচনাতে মথুরানাথ বলেছেন অত্যন্তাভাবের দুটি বিশেষণ – প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ ও হেতুসমানাধিকরণ। হেতুতাবচ্ছেদকসম্বন্ধের দ্বারা হেতুতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন হেত্বধিকরণ বলতে হবে। তা নাহলে *ইদং গগনং গগনত্বপ্রকারকপ্রমাত* – সমবায়সম্বন্ধে হেত্বধিকরণ আত্মাতে গগনত্বাভাব গ্রহণ করব, প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক গগনত্বত্ব হবে, প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক গগনত্ব হবে না, অতএব অব্যাপ্তি। আবার *দ্রব্যং গুণকর্মান্যত্ববিশিষ্টসত্ত্বাত্* – স্থলে সত্তার অধিকরণ গুণে দ্রব্যত্বাভাব ধরব, প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক দ্রব্যত্বত্ব, অতএব অব্যাপ্তি। অধিকরণ হবে সম্বন্ধী। অধিকরণের সম্বন্ধিমাত্র বিবক্ষায় তাদাত্ম্যাদিবৃত্ত্যনিয়ামকসম্বন্ধে হেতুতে হেতুতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে হেত্বধিকরণ অপ্রসিদ্ধ হলেও অব্যাপ্তি হবে না। সম্বন্ধী হল ধর্মী। ধর্ম যাতে থাকে। বৃত্তিনিয়ামকবৃত্ত্যনিয়ামকসম্বন্ধনিরূপিতসম্বন্ধী স্বরূপসম্বন্ধবিশেষ কিন্তু আধার-আধেয়বিশেষ নয়। ধর্মধর্মিভাবরূপস্বরূপসম্বন্ধের আধারত্ব স্বীকার করলে *ঘটস্য জ্ঞানং চৈত্রস্য ধনম্* – এরকম বিশিষ্টপ্রত্যক্ষে বিষয়িত্ব ও স্বত্বরূপ বৃত্ত্যনিয়ামকসম্বন্ধে আধারত্ব অপ্রসিদ্ধ হয়।

অতএব হেতুতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে হেতুতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নহেত্বধিকরণ বললে বৃত্ত্যনিয়ামকসম্বন্ধে হেতুতাতে অব্যাপ্তি এবং তাদৃশ হেতুর সম্বন্ধিত্ব বললে *দ্রব্যং বিশিষ্টসত্ত্বাত্* – এখানে অব্যাপ্তি। *সত্ত্ববান্ দ্রব্যত্বাত্* – স্থলে দ্রব্যত্বাধিকরণ মহাকালে কালিকবিশেষণতাসম্বন্ধে সত্ত্বাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সত্ত্বত্ব, অতএব অব্যাপ্তি। *কপিসংযোগী এতদ্বৃক্ষত্বাত্* – স্থলেও কপিসংযোগাভাবের হেতুসমানাধিকরণ হওয়ায় অব্যাপ্তি। প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণের কী অর্থ হবে এই নিয়ে তিনি বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণের অর্থ প্রতিযোগ্যধিকরণবৃত্তিত্বাভাব তিনি স্বীকার করেন না। তিনি ব্যাপ্তির সিদ্ধান্তলক্ষণ করেছেন – *স্বাবচ্ছেদকসম্বন্ধেন স্বাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নসামান্যাসম্বন্ধিনিরুক্তহেতুসম্বন্ধিক-প্রতিযোগিতাসামান্যে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব-যদ্ধর্মনিষ্ঠপর্যাপ্তাবচ্ছেদকত্বোভয়াভাব-স্তদ্ধর্মাবচ্ছিন্নসাধ্য-সামানাধিকরণ্যং ব্যাপ্তিঃ।*[৯] 'স্ব' পদের দ্বারা প্রতিযোগিতা ধরতে হবে।

৫.১.৩ জগদীশোক্ত সিদ্ধান্তব্যাপ্তির স্বরূপ : জগদীশ তর্কালংকারের *সিদ্ধান্তলক্ষণজাগদীশী* ব্যুৎপন্ন টীকাগ্রন্থ। দীধিতিকারের মতের সপক্ষে আলোচনা করেছেন। কোথাও কোথাও স্বমত পোষণ করেছেন। দীধিতিকারের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন পদের প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক অর্থ লক্ষণার দ্বারা কেন গ্রহণ করেছেন তা জগদীশ পরিষ্কার করেছেন। *বহ্নিমান্ ধূমাত্* – স্থলে মহানসীয় বহ্ন্যভাব নিয়ে আপত্তি হয় তাই তিনি প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ-হেতুসমানাধিকরণাত্যন্তাভাবীয়প্রতিযোগিতাতে সাধ্যতাবচ্ছেদক-তদিতরোভয়ানবচ্ছিন্নত্ব নিবেশ করার কথা বলেছেন। তাহলেও *প্রমেয়াশ্রয়বান্ ধূমাত্* – স্থলে অব্যাপ্তি হবে। অতএব সাধ্যতাবচ্ছেদকতদিতরোভয়ানবচ্ছিন্নত্ব এর পারিভাষিক অর্থ গ্রহণ করেছেন – তদিতরত্বপদার্থতদ্বিষয়িত্বাব্যাপকবিষয়িতানিরূপকধর্ম। কোনো নৈয়ায়িকের স্বীকৃত পর্যাপ্তিসম্বন্ধঘটিতলক্ষণ তিনি স্বীকার করেন না। সাধ্যতাবচ্ছেদক নিয়েও দীধিতির মতের বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।

সিদ্ধান্তলক্ষণোক্ত অভাব পদের বিশেষণরূপে প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ পদ দেওয়া হয়েছে। না দিলে *কপিসংযোগী এতদ্বৃক্ষত্বাত্* – স্থলে অব্যাপ্তি হবে। এখানে তিনি একটা সমাধান দিয়েছেন প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ নিবেশ করে যেমন অব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকস্থলে অব্যাপ্তিবারণ হয় সেরকম নিরবচ্ছিন্নবৃত্তিমত্ত্ব নিবেশ করেও অব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকস্থলে অব্যাপ্তি বারণ করা যায়। প্রসঙ্গরূপে *ইদং সংযোগী দ্রব্যত্বাত্* – স্থলের কল্পনা করেছেন। এখানে আপত্তি তুলেছেন যদি দ্রব্যে সংযোগসামান্যাভাব গ্রহণ করি তাহলে তার প্রত্যক্ষ হওয়া উচিত। এরকম বলা উচিত নয়, কারণ যোগ্যপ্রতিযোগিক অভাবেরই প্রত্যক্ষ হয়। যেমন – ঘটাভাব, পটাভাব ইত্যাদি। তাহলে দ্রব্যে সংযোগসামান্যাভাব অনুমানপ্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ করতে হবে।

সিদ্ধান্তলক্ষণে তিনি দীধিতিকারের প্রতিযোগিতাঘটিত উভয়াভাবঘটিত ব্যাপ্তির লক্ষণের ব্যভিচারী হেতুতে অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য লক্ষণের পরিষ্কার অর্থ করেছেন – *স্বাবচ্ছেদকতাঘটকসম্বন্ধেন যাদৃশপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকানধিকরণং হেত্বধিকরণং তাদৃশপ্রতিযোগিতাসামান্যে যদ্ধর্মাবচ্ছিন্নাবচ্ছেদকতাকত্ব-যৎসম্বন্ধাবচ্ছিন্নাবচ্ছেদকতাকত্ব-উভয়াভাবস্তেন সম্বন্ধেন তদ্ধর্মাবচ্ছিন্নস্য ব্যাপকত্বম্।*[১০]

উল্লেখপঞ্জি

১. *তত্ত্বচিন্তামণিঃ*, অনুমানখণ্ড, পৃষ্ঠা -৪৯।

২. সাধ্যমসমানাধিকরণং যস্য যদধিকরণানধিকরণং সাধ্যং তত্ত্বম্ সাধ্যনিষ্ঠাসামানাধিকরণ্যপ্রতিযোগিত্বং সাধ্যনিষ্ঠাধেয়ত্বানিরূপকাধিকরণবৃত্তিত্বমিতি যাবৎ, তদনধিকরণত্বমিত্যর্থঃ, - *তত্ত্বচিন্তামণিদীধিতিঃ*, পৃষ্ঠা – ২৬৪।

৩. *তত্ত্বচিন্তামণিঃ*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা -৪৯।

৪. *তদেব*, পৃষ্ঠা – ২৭।

৫. সাধ্যাধিকরণত্বঞ্চ সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন-সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নং গ্রাহ্যম্ । – *মাথুরী*, পৃষ্ঠা - ৪৯।

৬. *ব্যাপ্তিপঞ্চকং সিদ্ধান্তলক্ষণঞ্চ*, পৃষ্ঠা – ১৬।

৭. সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধসামান্যে যাদৃশপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকত্ব-হেত্বধিকরণীভূতযৎকিঞ্চিদ্-ব্যক্ত্যনুযোগিকত্বসামান্যোভয়াভাবঃ তাদৃশপ্রতিযোগিতানবচ্ছেদকং যৎসাধ্যতাবচ্ছেদকং তদবচ্ছিন্নসাধ্যসামানাধিকরণ্যং ব্যাপ্তিঃ। - *সিদ্ধান্তলক্ষণ-জাগদীশী*, পৃষ্ঠা – ১৬৮।

৮. *তদেব*, পৃষ্ঠা – ১৮৬।

৯. *তত্ত্বচিন্তামণিঃ*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা – ১২১।

১০. *সিদ্ধান্তলক্ষণ-জাগদীশী*, পৃষ্ঠা – ১৯২।

ষষ্ঠ অধ্যায়

টীকাত্রয়ের আলোকে ব্যাপ্তিবিচার

এই অধ্যায়ে তিনটি টীকার আলোকে ব্যাপ্তিবিচার করার চেষ্টা করেছি ।

৬.০ টীকাত্রয়ের ভিত্তিতে সৎ ও অসৎ হেতু স্থল নিরূপণ : *দীধিতি, মাথুরী* এবং *জাগদীশী* এই তিনটি টীকা পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে আচার্য গঙ্গেশোপাধ্যায় ব্যাপ্তির যে সকল লক্ষণ বলেছেন সেগুলির উপর ভিত্তি করেই টীকাকারেরা তাদের আলোচনাকে সীমাবদ্ধ রেখেছেন। সাধারণত টীকাকারেরা মূল গ্রন্থের বাইরে বেশি কিছু বলেন না। *দীধিতি*কার তার ক্ষুরধার প্রতিভার সাহায্যে যে ধরণের আলোচনা করেছেন, তার দেখানো পথেই মথুরানাথ এবং জগদীশ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এখানে যে সৎ হেতু ও অসৎ হেতুর বিভাগ করা হয়েছে তা কেবল হেতুর ব্যভিচার দোষকে লক্ষ্য করেই করা হয়েছে। অন্যথা যে কোনো হেত্বাভাস থাকলেই তাকে অসৎ হেতুক বলা যায়। কিন্তু ব্যাপ্তিলক্ষণের তা লক্ষ্য নয়। যেখানে হেতুটি অবৃত্তি হয়, যেমন – 'ইদং বহ্নিমান্ গগনাত্' এখানে ব্যভিচার দোষ নেই। হেতু পক্ষে না থাকলে স্বরূপাসিদ্ধি দোষ হয়। মথুরানাথের মতে ব্যাপ্তিলক্ষণের এটা অলক্ষ্য স্থল এবং জগদীশের মতে লক্ষ্য স্থল। অসদ্ধেতুক অনুমিতিস্থলেও অনুমিতি হতে পারে, তবে সেখানে ব্যাপ্তিজ্ঞানটি ভ্রমাত্মক হয়।

৬.১ টীকাত্রয়ের মতভেদ : জগদীশ স্থলে স্থলে মথুরানাথের মত খণ্ডন করেছেন। যেমন – *কেচিত্তু ব্যাপ্যবৃত্তিত্বাব্যাপ্যবৃত্তিত্বাদিবিরুদ্ধধর্মাধ্যাসাৎ সংযোগাদ্যভাবস্যৈব দ্রব্যগুণাদ্যধিকরণভেদেন ভেদঃ, ন তু গগনাদ্যভাবস্য মানাভাবাৎ, তথা চ সাধ্যবদ্ভিন্নবৃত্তিগগনাদ্যভাববতি পর্বতাদৌ ধূমাদেঃ সত্ত্বাদব্যাপ্তিরতঃ সাধ্যপদমিত্যাহুঃ, তৎ মন্দম্*[১] এটি মথুরানাথের বচন। জগদীশ তা খণ্ডন করেছেন। এভাবেই তিনটি টীকা একে অপরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্পর্কযুক্ত। কিন্তু এদের মধ্যে মতভেদও প্রচুর দেখা যায়। যেমন চিন্তামণিকার পূর্বপক্ষ ব্যাপ্তিলক্ষণে দুইবার 'ন' কেন বলেছেন? দীধিতিকার আলোচনা না করলেও মথুরানাথ অসাধারণ প্রতিভার দীপ্তিতে তা ব্যাখ্যা করেছেন। এক্ষেত্রে রঘুনাথ শিরোমণি আলোচনা না করায় জগদীশও তা থেকে বিরত হয়েছেন। আবার 'সাধ্যাভাববদবৃত্তম্' পদের ব্যুৎপত্তি ও সার্থকতা নিয়েও মতভেদ বিদ্যমান। 'সাধ্যবদন্য' পদের রহস্য মথুরানাথ সুন্দরভাবে আলোচনা করেছেন। একটি জায়গায় শিরোমণি ও জগদীশ তর্কালংকার 'সাধ্যবত্ত্বাবচ্ছিন্ন' নিবেশের কথা না বলে তা ব্যুৎপত্তিবললভ্য বলেছেন। এখানে মথুরানাথ ও জগদীশের মধ্যে মতভেদ আছে বলে মনে হয়। কিন্তু বাস্তবে কোনো মতভেদ নেই। মথুরানাথ সহজ পথে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার জন্য নিবেশের কথা বলেছেন। বস্তুতঃ এটাই ব্যুৎপত্তি বলে বুঝতে পারা যায়। কারণ নীলঘট কখনও ঘটভিন্ন হয় না। ঘট বললেই ঘটত্বাবচ্ছিন্ন যাবৎ ঘটকে বোঝায়। অতএব সাধ্যবদ্ভেদ বললে সাধ্যবত্ত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক ভেদ বোঝাবে। মথুরানাথ তাঁর টীকাতে 'কেচিত্তু' এবং 'অন্যে তু' পদের দ্বারা অন্য কোনো নৈয়ায়িকের মত ব্যক্ত করতে চেয়েছেন। সিদ্ধান্তব্যাপ্তির প্রতিটি পদের আলোচনাতেও টীকাকারদের মতভেদ বিদ্যমান।

৬.২ টীকাত্রয়ের আলোকে সিদ্ধান্তলক্ষণের মতভেদ ও স্বমতস্থাপন : সিদ্ধান্তলক্ষণের ক্ষেত্রেও প্রত্যেক টীকাকারের নিজস্ব বিচার শৈলী আমরা দেখতে পাই। রঘুনাথের মতে প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ পদ অভাবের (অত্যন্তাভাবের) বিশেষণ রূপে দিতে হবে। যদি না দেওয়া হয় তাহলে *কপিসংযোগী এতদ্বৃক্ষত্বাত্* – স্থলে অব্যাপ্তি হবে। কপিসংযোগাভাবের প্রতিযোগী কপিসংযোগ, কপিসংযোগের অধিকরণ এতদ্বৃক্ষ, আর তাতেই কপিসংযোগাভাব থাকে। অতএব কপিসংযোগাভাব নিজের প্রতিযোগীর কপিসংযোগের অসমানাধিকরণ হল না, আমাদের প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ দরকার। তাই প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ-হেতুসমানাধিকরণাত্যন্তাভাব পদে ঘটাভাব গ্রহণ করে লক্ষণসমন্বয় হয়ে যাবে। এখানে জগদীশ আপত্তি দিয়েছেন 'প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ' নিবেশ করে যেমন অব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকস্থলে অব্যাপ্তিবারণ হয়ে যায় সেরকম নিরবচ্ছিন্নবৃত্তিমত্ত্ব নিবেশ করেও অব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকস্থলে অব্যাপ্তি বারণ করা যায়। তাহলে তো সিদ্ধান্তলক্ষণ ভুল হয়ে যায়। কিন্তু এই মত যে গ্রহণীয় নয় তাও তিনি বলেছেন। অর্থাৎ রঘুনাথের মতেরই সমর্থন দিয়েছেন। মথুরানাথ কিন্তু প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ পদ হেতুর বিশেষণ বলেছেন। আবার কেচিত্তু বলে প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণকে অত্যন্তাভাবের বিশেষণ বলেছেন। দীধিতিকার এই মত মানেন কিন্তু মথুরানাথ যেহেতু কেচিত্তু বলে উল্লেখ করেছেন, অতএব এই মত মথুরানাথ তর্কবাগীশের সমর্থিত নাও হতে পারে। অর্থাৎ দীধিতিকারের মতের সাথে একমত নন। মতবিরোধ হয়। তিনজন টীকাকার প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণের কল্পত্রয় আলোচনা করেছেন।

রঘুনাথ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে প্রতিযোগির অধিকরণবৃত্তিত্বাভাববান্ বলেছেন কিন্তু মথুরানাথ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিসম্বন্ধি তদন্যত্ব (অনধিকরণ) বলেছেন। দুটোই কিন্তু প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে প্রতিযোগির অনধিকরণ বোঝায়, শুধু শৈলীতে পার্থক্য আছে। জগদীশ তর্কালংকার রঘুনাথের মতেরই সমর্থন দিয়েছেন।

আচার্য রঘুনাথ সিদ্ধান্তলক্ষণের সঙ্গতি প্রদর্শনকালে *কালো ঘটবান্ কালপরিমাণাত্* স্থলে অব্যাপ্তি দেখিয়েছেন। দীধিতিকার সম্বন্ধধর্মিক উভয়াভাবঘটিত লক্ষণ করলেও *ঘটবান্ নিত্যজ্ঞানত্বাত্* এই স্থলে বিষয়িতাসম্বন্ধে গগনপ্রতিযোগিকত্ব নিত্যজ্ঞানানুযোগিকত্ব দুটোই থাকাতে গগনাভাব গ্রহণ করে প্রতিযোগিব্যধিকরণাভাবের অপ্রসিদ্ধি হওয়ায় অব্যাপ্তি হয় এরকম জগদীশ তর্কালংকার দেখিয়েছেন। তা বারণ করার জন্য তিনি বলেছেন – *সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রকৃতসাধ্যাধিকরণতানিরূপিত-স্বরূপসম্বন্ধেন যদভাবপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নাধিকরণতাসামান্যাভাববত্ত্বং হেতুমতস্তদভাবপ্রতিযোগিতানবচ্ছেদকং যৎসাধ্যতাবচ্ছেদকং তদবচ্ছিন্ন-সাধ্যসামানাধিকরণ্যং ব্যাপ্তিঃ*।[২] এরকম বললে পর দোষ পরিহার করা সম্ভব। কিন্তু দীধিতিকার কৃত লক্ষণের উপর বৈয়র্থ্যাপত্তি তুলেছেন যে, যাদৃশপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিসম্বন্ধসামান্যে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধত্ব-হেত্বধিকরণীভূত যৎকিঞ্চিৎ ব্যক্ত্যনুযোগিকসম্বন্ধত্ব উভয়াভাবস্তাদৃশ প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক এর সাধ্যতাবচ্ছেদক বললেও দোষ বারণ করা সম্ভব। তাহলে দীধিতিকার কেন বললেন না। এইভাবে আরোপ করেছেন। বিশ্বনাথ-ন্যায়পঞ্চাননও গগনাদির বৃত্তিত্ব স্বীকার করে স্বরূপসম্বন্ধধর্মিক উভয়াভাবঘটিত লক্ষণ স্বীকার না করে প্রতিযোগিতাধর্মিক উভয়াভাবঘটিত লক্ষণ স্বীকার করেছেন।

আবার প্রতিযোগিতাধর্মিক উভয়াভাবঘটিত ব্যাপ্তিলক্ষণের ব্যভিচারী স্থলে অতিব্যাপ্তি হয়, তার জন্য জগদীশ তর্কালংকার নব্যমত কল্পনা করেছেন – *স্বাবচ্ছেদকতাঘটকসম্বন্ধেন যাদৃশপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকানধিকরণং হেত্বধিকরণং তাদৃশপ্রতিযোগিতাসামান্যে যদ্ধর্মাবচ্ছিন্নাবচ্ছেদকতাকত্ব যৎসম্বন্ধাবচ্ছিন্নাবচ্ছেদকতাকত্ব-উভয়াভাবস্তেন সম্বন্ধেন তদ্ধর্মাবচ্ছিন্নস্য ব্যাপকত্বম্।*[৩] *বহ্নিমান্ ধূমাত্* স্থলে সমবায় সম্বন্ধে বহ্নিমতের যে অভাব তাদৃশ অভাবীয়প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতাঘটক সমবায়সম্বন্ধে তাদৃশ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকীভূত বহ্নির অনধিকরণ হেত্বধিকরণ পর্বত, তদ্বৃত্তি সমবায়সম্বন্ধে বহ্ন্যভাবীয়প্রতিযোগিতা, সেই প্রতিযোগিতাতে বহ্নিত্বাবচ্ছিন্নাবচ্ছেদকতা নিরূপিতত্ব থাকায় এবং সাধ্যতাবচ্ছেদকীভূত সংযোগাবচ্ছিন্ন অবচ্ছেদকতা নিরূপিতত্ব না থাকায় উভয়াভাব পাওয়া যাবে। লক্ষণ সমন্বয় হয়ে যাবে। *ঘটবান্ মহাকালত্বাত্* এই স্থলেও সমবায়সম্বন্ধে ঘটবতের অভাব নিয়ে লক্ষণ সমন্বয় হবে।

ধনী চৈত্রত্বাত্ স্থলে স্বামিত্বসম্বন্ধে 'ধন' সাধ্য 'চৈত্রত্ব' হেতু, সেখানে স্বামিত্বসম্বন্ধে 'ধনবান্ নাস্তি' এই অভাব হেত্বধিকরণবৃত্তি হয়ে লক্ষণঘটক হবে না। কারণ তাদৃশ অভাবীয়প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতা-ঘটকস্বামিত্বসম্বন্ধে ধনের সম্বন্ধ চৈত্রতে থাকে। এছাড়া 'সমবায়সম্বন্ধেন ধনবান্ নাস্তি' এরকম অভাব লক্ষণঘটক হবে, তাদৃশ অভাবীয়প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতাঘটকসমবায়সম্বন্ধে ধনের অনধিকরণ হেত্বধিকরণ চৈত্র, তদ্বৃত্তি তাদৃশাভাবীয়প্রতিযোগিতা তাতে ধনত্বাবচ্ছিন্নাবচ্ছেদকতানিরূপিতত্বের অভাব থাকায় উভয়াভাব পাওয়া যাবে। অতএব স্বামিত্বসম্বন্ধে চৈত্রত্বব্যাপকত্ব ধনে এসে গেল। এইভাবে ব্যাপকীভূত ধনের সামানাধিকরণ্য চৈত্রত্বে থাকায় লক্ষণসমন্বয় হয়ে যাবে। কারণ বৃত্ত্যনিয়ামকসম্বন্ধের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক না হওয়ার পরও বৃত্ত্যনিয়ামকসম্বন্ধের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতাঘটকসম্বন্ধ সর্বসম্মত। এখানে এটা বিচারের বিষয় যে, বৃত্ত্যনিয়ামকসম্বন্ধের স্বীকার করার কোনো যুক্তি আছে কিনা? এর বিচারে জগদীশ বলেছেন – 'চৈত্রো ন পচতি' এখানে বৃত্ত্যনিয়ামক অনুকূলত্বসম্বন্ধে পাকবিশিষ্ট যে কৃতি তদভাববান্ চৈত্র এরকম শাব্দবোধ হয়। এতাদৃশ অভাবীয় কৃতিনিষ্ঠপ্রতিযোগিতানিরূপিত যে পাকনিষ্ঠ অবচ্ছেদকতা তাতে বৃত্ত্যনিয়ামক অনুকূলত্ব সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন থাকায় বৃত্ত্যনিয়ামকসম্বন্ধাবচ্ছিন্না প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতা এরকম সর্ববাদিসম্মত। এটা নব্যমত। লক্ষণে 'প্রতিযোগিতাসামান্যে' এখানে যদি 'সামান্যে' পদ না দেওয়া হয় তাহলে *পর্বতো ধূমবান্ বহ্নেঃ* এখানে ঘটবৎ সামান্যাভাবীয়প্রতিযোগিতাতে উভয়াভাব থাকার জন্য অতিব্যাপ্তি হয়ে যাবে। 'সামান্য' পদ দিলে পর 'ধূমবান্ নাস্তি' এরকম অভাবীয়প্রতিযোগিতাতে উভয় থাকার জন্য অতিব্যাপ্তি হবে না।

মথুরানাথ 'স্বাবচ্ছেদকসম্বন্ধেন স্বাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নসামান্যাসম্বন্ধিনিরুক্তহেতুসম্বন্ধিকা যা যা প্রতিযোগিতা তদনবচ্ছেদকং যৎসাধ্যতাবচ্ছেদকং তদবচ্ছিন্নসাধ্যসামানাধিকরণ্যং ব্যাপ্তিঃ।' এরকম অর্থ পরিষ্কার করেও *বহ্নিমান্ ধূমাত্* এখানে প্রতিযোগিতাব্যক্তিতে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব নিবেশ করে 'স্বাবচ্ছেদকসম্বন্ধেন' এখানে 'সাধ্যত্বাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব' বলে নিবারণ করলেও 'কালো ঘটবান্ কালপরিমাণাত্' স্থলে অব্যাপ্তি দেখিয়েছেন। তাই ব্যাপ্তির লক্ষণ করেছেন - *স্বাবচ্ছেদকসম্বন্ধেন স্বাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নসামান্যাসম্বন্ধিনিরুক্তহেতু-সম্বন্ধিকপ্রতিযোগিতাসামান্যে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব-যদ্ধর্মনিষ্ঠপর্যাপ্তাবচ্ছেদকত্বোভয়াভাবস্তদ্ধর্মাবচ্ছিন্ন-সাধ্যসামানাধিকরণ্যং ব্যাপ্তিঃ।*[৪] তাহলে সমবায়াদিসম্বন্ধাবচ্ছিন্নঘটাদ্যভাবপ্রতিযোগিতা স্বীকার করে অব্যাপ্তি বারণ

করা সম্ভব। *ঘটবান্ নিত্যজ্ঞানত্বাত্* স্থলে বৃত্ত্যনিয়ামকবিষয়িতাদিসম্বন্ধের দ্বারা সাধ্যতাতে অব্যাপ্তিবারণ করেছেন। বৃত্তিনিয়ামকসম্বন্ধের মত বৃত্ত্যনিয়ামকসম্বন্ধও অভাবপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্ব এরকম স্বীকার করে মথুরানাথ তর্কবাগীশ জগদীশ তর্কালংকারের মতের ব্যর্থতা প্রতিপাদন করেছেন। এইভাবে তাদাত্ম্যাদি-বৃত্ত্যনিয়ামকসম্বন্ধের দ্বারা সাধ্যত্বে এবং হেতুত্বে অব্যাপ্তিবারণের জন্য 'অধিকরণত্বং বৃত্তিত্বম্' নিষেধ করে 'সম্বন্ধিত্ব' নিবেশ করার কথা বলেছেন। এইভাবে মথুরানাথ দীধিতিকারের তাদৃশসংযোগিবৃত্তিধূমত্বাদিরূপ ব্যাপ্তির খণ্ডনও করেছেন।

এভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি রঘুনাথের বক্তব্য বিষয়কে অবলম্বন করে জগদীশ তর্কালংকার তাঁর যুক্তিজাল বিস্তার করেছেন। আর মথুরানাথ তর্কবাগীশ কোথাও কোথাও রঘুনাথের বক্তব্যের অসারতা প্রতিপাদন করেছেন। এই টীকাগুলোর প্রভাব আমরা *ন্যায়সিদ্ধান্তমুক্তাবলী*তে উত্তমরূপে দেখতে পাই। পরিশেষে এটা বলতে পারি এই যে সিদ্ধান্তলক্ষণের এত চুলচেরা বিশ্লেষণ করা হল তারপরও যদি কোনো প্রসিদ্ধ স্থল দেখানো যেতে পারে তাহলে এই ব্যাপ্তিলক্ষণও অব্যাপ্ত্যাদি দোষে দুষ্ট হবে।

উল্লেখপঞ্জি

১. *ব্যাপ্তিপঞ্চকং সিদ্ধান্তলক্ষণঞ্চ*, পৃষ্ঠা – ১৮।
২. *সিদ্ধান্তলক্ষণ-জাগদীশী*, পৃষ্ঠা – ১৮৪।
৩. *তদেব*, পৃষ্ঠা – ১৯২।
৪. *তত্ত্বচিন্তামণি*, অনুমানখণ্ড, পৃষ্ঠা – ১২১।

উপসংহার

সাধারণত লক্ষণে ক্রিয়াপদের প্রয়োগ থাকে না। তাহলে ব্যাপ্তির সিদ্ধান্তলক্ষণে 'ভবতি' এই ক্রিয়াপদ কেন দেওয়া হল? উত্তরে বলা যায় – *কপিসংযোগিনস্তাদাত্ম্যেন সাধ্যতায়াং ভাবত্বহেতৌ অতিব্যাপ্তিবারণায় তৎ পদং প্রদত্তম্*। উক্ত স্থলে কপিসংযোগী তাদাত্ম্যসম্বন্ধে সাধ্য এবং ভাবত্ব হেতু এখানে প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ এবং যৎসমানাধিকরণ (হেতুসমানাধিকরণ) অভাব মূলদেশাবচ্ছেদে কপিসংযোগিভেদরূপ অভাব, একই কপিসংযোগী বৃক্ষ মূলদেশে কপিসংযোগিভিন্ন হয়ে থাকে। মূলদেশাবচ্ছেদে তথাবিধ অভাববিশিষ্ট অগ্রাবচ্ছেদে কপিসংযোগিবৃক্ষরূপ সাধ্যের সামানাধিকরণ্য হেতু ভাবত্বে থাকায় এই লক্ষণের উক্ত অসদ্ধেতুতে অতিব্যাপ্তি হয়। এই অতিব্যাপ্তি নিবারণার্থে 'ভবতি' এই ক্রিয়াপদ দেওয়া হয়েছে।

টীকাগুলি পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে দর্শনশাস্ত্র রচনার যে একটি বিশেষ পদ্ধতি আছে – 'পরমতখণ্ডনপূর্বকং স্বমতপ্রতিষ্ঠাপনম্', সেই পদ্ধতি অবলম্বন করেই টীকাগুলি রচিত। দর্শনশাস্ত্রে বলা হয়েছে যদি কোনো বস্তুর লক্ষণ করা হয় তাহলে সেই লক্ষণ হবে অব্যাপ্তি, অতিব্যাপ্তি ও অসম্ভব এই দোষত্রয়হীন। টীকাগুলিতেও সেই বিশেষ দিকের প্রতি নজর দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেকটি লক্ষণের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ রয়েছে। এছাড়াও ন্যায়শাস্ত্র যে তর্কশাস্ত্ররূপে প্রসিদ্ধ তার প্রমাণ আমরা টীকাগুলি পাঠ করলে দেখতে পাই। শাস্ত্র নিরপেক্ষ ভাবে স্বাধীন বুদ্ধির দ্বারা প্রণোদিত তর্ক কুতর্ক বা বিতর্ক বলে অভিহিত। কিন্তু টীকাগুলিতে যেভাবে শাস্ত্রসাপেক্ষভাবে ক্ষুরধার বুদ্ধি দিয়ে তর্কস্থাপনাপূর্বক শাস্ত্রের প্রামাণ্য স্থাপন করা হয়েছে তা তর্কশাস্ত্র এই নামের উপযুক্ত। তাদের এই বিচারশৈলী বর্তমানে নব্য নৈয়ায়িকদের কাছে এক বিস্ময়স্বরূপ। টীকাগুলি শুধু ভারতে নয় বৈদেশিক পণ্ডিতরাও সাদরে গ্রহণে করেছেন। মহামহোপাধ্যায় কালীপদ তর্কাচার্যের শিষ্য অধ্যাপক ড্যানিয়েল ইঙ্গল *তত্ত্বচিন্তামণি, দীধিতি* ও *মাথুরী* গ্রন্থের ব্যাপ্তিপঞ্চক অংশের ইংরেজী অনুবাদ করেছেন। এর দ্বারা বহির্বিশ্বে টীকাগুলোর জনপ্রিয়তা অনুধাবন করা যায়। টীকাগুলিতে ব্যাপ্তিবিষয় আলোচিত হলেও তাদের মধ্যেও মতভেদ বিদ্যমান। *দীধিতি*কার যা আলোচনা করেছেন সেই আলোচনার থেকে অনেকটা স্বতন্ত্রভাবে মথুরানাথ তর্কবাগীশ তার ব্যাখ্যা প্রতিপাদন করেছেন। জগদীশ তর্কালংকার আবার স্থানে স্থানে মথুরানাথের নাম উল্লেখ না করে তার মত খণ্ডন করেছেন।

উপভোক্তা চার প্রকার – ঐতিহাসিক, সাহিত্যিক, দার্শনিক ও ধার্মিক। পাঠক যে কোনো রচনাকেই সবসময় তার দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে। আমাদের ব্যবহারিক জীবনেও ধূম দেখলে স্বাভাবিকভাবে আগুনের স্মরণ হয়। ধূম দেখে আগুনের এই স্মরণই ব্যাপ্তি। আমাদের ব্যবহারিক জীবনেও ব্যাপ্তির উপযোগিতা আছে। যেমন আমরা যখন কাউকে কোনো কিছু উদাহরণের সাহায্যে বোঝাই তখন সেই উদাহরণ বাক্যের মধ্যেই ব্যাপ্তি নিহিত থাকে। এই ব্যাপ্তি নিয়ে বিচার বিশ্লেষণের শেষ নেই। এত বিচার করা সত্ত্বেও যদি কোনো প্রসিদ্ধ স্থলে লক্ষণগুলো না যায় তাহলে লক্ষণগুলো দোষে দুষ্ট হবে। এই ব্যাপ্তিবিষয় যদি সম্যক্ রূপে বোঝা যায় তাহলে ন্যায়দর্শন তথা নব্যন্যায়দর্শনে প্রবেশের পথ অত্যন্ত সুগম হবে বলে আমার বিশ্বাস।

পরিশেষে শুধু এটাই বলতে পারি ***দীধিতি, মাথুরী* এবং *জাগদীশী* টীকাত্রয়ের আলোকে নব্যন্যায়সম্মত ব্যাপ্তিসমীক্ষা** এই সন্দর্ভটি রচনার দ্বারা সহৃদয় পাঠকগণের কাছে ব্যাপ্তিবিষয় মনোগ্রাহী হয়ে উঠবে এবং ব্যাপ্তিবিষয়ে একটি নতুন দিক উন্মোচিত হবে বলে মনে হয়। এছাড়াও বঙ্গে নব্যন্যায়চর্চার ধারাবাহিকতাও বজায় থাকবে।

Bibliography:

Annaṁbhaṭṭa. *Tarkasaṁgrahaḥ* (With *Dīpikā* Commentary). Ed. Narayancandra Goswami. Kolkata: Sanskrit Pustak Bhandar, 1423 B.S. (Re-ed., 1410 3rd Demagnified ed.).

Ibid. Ed. Niranjanswarup Brahmachari. Kolkata: Sanskrit Book Depot, 2013 (Rpt., 2005 1st Pub.).

Ibid. Ed. Panchanan Sastri. Kolkata: Mahabodhi Book Agency, 1392 B.S. (1st ed.).

Ibid. (With *Nyāyabodhinī*, *Padakr̥tya*, *Dīpikā* & *Kiraṇāvalī* Commentaries). Ed. Srikrishna Vallabacarya. Varanasi: Chowkhamba Vidyabhawan, 2021.

Bhaṭṭācārya, Dīneśacandra. *Vaṇge Navyanyāyacarcā*, Vāṇgālīr(a) Sārasvata Avadān(a). Vol-I. Kolkata: Vangiya Sahitya Parishad, 1414 B.S. (2nd ed., 1358 B.S. 1st ed.).

Bhaṭṭācārya, Śrīmohana & Dīneśacandra Bhaṭṭācārya. *Bhāratīya Darśana Koṣa*. Kolkata: Sanskrit Collage, 1958.

Bose, Ram Chandra. *Hindu Philosophy*. New Delhi: Asian Educational Services, 1986.

Chakrabarti, Mihir Kumar. *Navyanyāya: Language and Methodology*. Kolkata: The Asiatic Society, 2010 (Rpt., 1st Pub. 2004).

Choudhury, Achyutcharan. *Śrīhaṭṭer(a) Itivr̥tta*, Pūrvāṁsa. Kolkata: Vaiowala, 2000 (1st ed.).

Dāsgupta, Surendranāth. *A History of Indian Philosophy.* Vol-I. Delhi: Motilal Banarasidass, 1988.

Dharmadattajhā. *Gūḍhārthatattvālokaḥ* (With *Yaśolatā* Commentary). Vol. I-XIV. Ed. Bhaktiyashavijay. Ahmedabad: Shri Divyadarshan Trust, 2018 (1st ed.).

Gangeśopādhyāy(a). *Tattvacintāmaṇiḥ* : Anumānakhaṇḍa (With *Rahasya* Commentary by Mathurānātha Tarkavāgīśa). Vol-II, Part-I. Ed. Kamakhyanath Tarkavagisa. Delhi: Chowkhamba Sanskrit Pratishthan, 2010. (The Vrajajivan Prachyabharati Granthamala 47).

Ibid. Ed. Dayalakrisnatarkatirtha. Shilchar: Arian Press.

Ibid. Siddhāntalakṣaṇam (With *Dīdhiti*, *Jāgadīśī*, *Vivr̥ti* & *Dīpikā* Commentaries). Ed. Guruprasad Sastri. Varanasi: Vani Vilasa Prakashan, 1984 (2nd ed.).

Ibid. (With *Nyāyaratnaṭīkā*). Ed. K. I. Madhusudan. Tirupati: Rastriya Sanskrit Vidyapitham, 2011.

Ibid. (With *Dīdhiti* & *Jāgadīśī* Commentaries). Ed. Shailajapati Mukhopadhyay. Kolkata: West Bengal State Book Board, 1991.

Ibid. Vyāptipañcakaṁ Siddhāntalakṣaṇañca (With *Dīdhiti*, *Māthurī, Gādādharī* and *Jāgadīśī* Commentaries). Ed. Tapan Sankar Bhattacharyya. Kolkata: Centre for Indology, Jadavpur University, 2019 (1st ed.).

Ibid. *Vyāptipañcakam* (With *Vyāptipañcakarahasyam* Commentary by Mathurānātha Tarkavāgīśa). Ed. Rajendranath Ghosa. Kolkata: West Bengal State Book Board, 2011 (2nd ed., 1982 1st ed.).

Ibid. Ed. Shailajapati Mukhopadhyay. Kolkata: Sanskrit Pustak Bhandar, 1420 B.S. (1390 B.S. 1st ed.).

Ibid. (With Mathurānātha Tarkavāgīśa's *Vyāptipañcakarahasyam*, Raghunātha Śiromaṇi's *Dīdhiti*, Jagadīśa Tarkālaṁkāra's *Jāgadīśī* & Vāmācaraṇa Bhaṭṭācārya's *Vivṛti* Commentaries). Ed. Gangadhar Kar. Kolkata: Jadavpur University, 2015 (1st ed.).

Gautam. *Nyāyadarśana*. Vol- I. Ed. Phanibhusan Tarkabagish. Kolkata: West Bengal State Book Board, 2011 (4th ed., 1981 1st ed.).

Ibid. Vol- II. Ed. Phanibhusan Tarkabagish. Kolkata: West Bengal State Book Board, 2000 (2nd ed., 1984 1st ed.).

Ibid. (With *Bhāṣya* of Vātsyāyana, *Vārttika* of Uddyotakara, *Tātparyaṭīkā* of Vācaspati Miśra & *Pariśuddhi* of Udayana). Vol- I. Ed. Anantalal Thakur. Vaisali, Muzaffarpur: Prakrit Jain Institute, 1889.

Guha, Dinesh Chandra. *Navya Nyaya System of Logic* (Some Basic Theories & Techniques). Varanasi: Bharatiya Vidya Prakashan, 1968.

Ingalls, Daniel Henry Holmes. *Materials For the Study of Navya-Nyaya Logic*. Vol. XL. Ed. Walter Eugene Clark. London: Harbard University Press, 1951.

Jagadīśatarkālaṁkāra. *Siddhāntalakṣaṇa-Jāgadīśī* (With *Bhāvaprakāśikā* and Raghunātha Śiromaṇi's *Dīdhiti* Commentaries). Ed. Mahesh Jha. Varanasi: Chowkhambha Krishnadas Academy, 2014 (1st ed.).

Keśavamiśra. *Tarkabhāṣā*. Vol- I. Ed. Gangadhar Kar. Kolkata: Jadavpur University Press, 2013 (2nd ed., 2008 1st ed.).

Mahāpātra, Biṣṇupada. *Nyāya-pāribhaṣika-śabdāvalī.* New Delhi: Manyata Prakashan. 2010 (1st ed.).

Rāḍhī, Kānticandra. *Navadvīpa Mahimā*, Navadvīper(a) prācīn(a) o ādhunik(a) vivaraṇa. Ed. Jitendriya Datta, Phanibhushan Datta. Navadvīpa: Navadvīpa Mahimā Kāryālaya, 1344 B.S. (2nd ed.).

Śivādityamiśra. *Saptapadārthī*. Ed. Tapan Sankar Bhattacharyya. Kolkata: Sanskrit Book Depot., 2012 (1st ed.).

Śukla, Rājarāma. *Tattvacintāmaṇivivecanam*. Shringeri: Shrishankara Advaitashodhakendram, 2004.

Tarkālarṅkāra, Jagadīśa. *Śabdaśaktiprakāśikā* (With *Kṛṣṇakāntī, Prabodhinī* Commentaries). Ed. Dhundhiraj Sastri. Varanasi: Chowkhamba Sanskrit Series Office, 1973.

Ibid. Vol- II. Ed. Madhusudhan Bhattacharya Nyayacarya. Kolkata: Sanskrit Collage, 1961.

Ibid. Vol- III. Ed. Madhusudhan Bhattacharya Nyayacarya. Kolkata: Sanskrit Collage, 1985.

Tarkavāgīś(a), Phaṇibhūṣaṇ(a). *Nyāya Paricaya*. Kolkata: West Bengal State Book Board, 2006 (3rd Rpt., 1978 1st Print).

Udayana. *Ātmatattvaviveka* (With the Commentaries of *Nārāyanī*, *Dīdhiti* & *Bauddhādhikāra* Vivṛti). Ed. Dhundhiraj Sastri. Varanasi: Chowkhamba Sanskrit Series Office, 1940.

Udayana. *Kiraṇāvalī*. Ed. Narendra Chandra Vedantatirtha. Fasc. I-IV. Kolkata: The Asiatic Society, 2002 (Rpt, 1956 1st Pub).

Ibid. *Kiraṇāvalī*. Vol- I. Ed. Gaurinath Shastri. Kolkata: West Bengal State Book Board, 1990 (1st Print).

Ibid. Vol- II. Ed. Gaurinath Shastri. Kolkata: West Bengal State Book Board, 1990 (1st ed.).

Ibid. Vol- III. Ed. Gaurinath Shastri. Kolkata: West Bengal State Book Board, 1991 (1st Pub.).

Ibid. Ed. Gaurinath Shastri. Varanasi: Sampurnanand Sanskrit Vishvavidyalaya, 1980.

Udayana. *Nyāyakusumāñjaliḥ*. Ed. Srimohan Bhattacharya. Kolkata: West Bengal State Book Board, 2015 (2nd Rpt., 1995 1st Pub.).

Ibid. Ed. Shyamapada Mishra, Kolkata: Sanskrit Pustak Bhandar, 1390 B.S. (1st Pub.).

Ibid. Ed. Durgadhar Jha. Varanasi: Sampurnananda Sanskrit Vishvavidyalaya, 2016.

Uddyotakara. *Nyāyavārttikam.* Ed. Vindhyeshwari Prasad Tribedi. Varanasi: The Chowkhamba Sanskrit Series Office, 1913.

Ibid. Ed. Anantalal Thakur. New Delhi: Indian Council of Philosophical Research, 1997.

Vācaspatimiśra. *Nyāyavārtikatātparyaṭīkā*. Ed. Rajeshwara Sastri. Benares: The Chowkhamba Sanskrit Series Office, 1925.

Ibid. *Sāṁkhyatattvakaumudī*. Ed. Narayanchandra Goswami. Kolkata: Sanskrit Pustak Bhandar, 1406 (3rd Pub.).

Varadarāja. *Tārkikarakṣā* (With *Niṣkaṇṭaka* Commentary by Mallināthasūri). Ed. Vindhyeshwari Prasad Tribedi. Varanasi: 1903.

Vallabhācārya. *Nyāyalīlāvatī* (With the Commentaries of Vardhamānopādhyāya's *Prakāśa*, Śaṅkara Miśra's *Kaṇṭhābharaṇa* and Bhagīratha Ṭhākura's *Vibṛti*). Ed. Harihara Shastri. Varanasi: Chowkhamba Sanskrit Series Office, 1991 (2nd ed.).

Vātsyāyana. *Nyāyabhāṣyam* (With *Prasannapadā* Commentary by Sudarśanacārya Śāstrī). Varanasi: Bauddha Bharati, 1998.

Vācaspatimiśra. *Nyāyavārtikatātparyaṭīkā*. Ed. Rajeshwara Sastri. Benares: The Chowkhamba Sanskrit Series Office, 1925.

Vedavyāsa. *Mahābhāratam* : Śāntiparva (With *Bhāratbhāvadīpa* Commentary). Ed. Haridas Siddhantabagish Bhattacaryya. Kolkata: Viswavani Prakashani, 1400 B.S. (2nd ed., 1345 B.S. 1st ed).

Ibid. Ed. Kaliprasanna Sinha. Kolkata: Saraswatashram, 1785.

Viśvanātha Nyāyapañcānan(a). *Bhāṣāpariccheḍaḥ* (With *Nyāyasiddhānta-muktāvalī* Commentarey). Ed. Panchanan Bhattacharyya. Kolkata: Mahabodhi Book Agency, 2016 (Rpt., 1970 1st Pub.).

…….. ……

Signature of the Supervisor Signature of the Candidate

Dated: Dated: